রামের সুমতি

রামের সুমতি

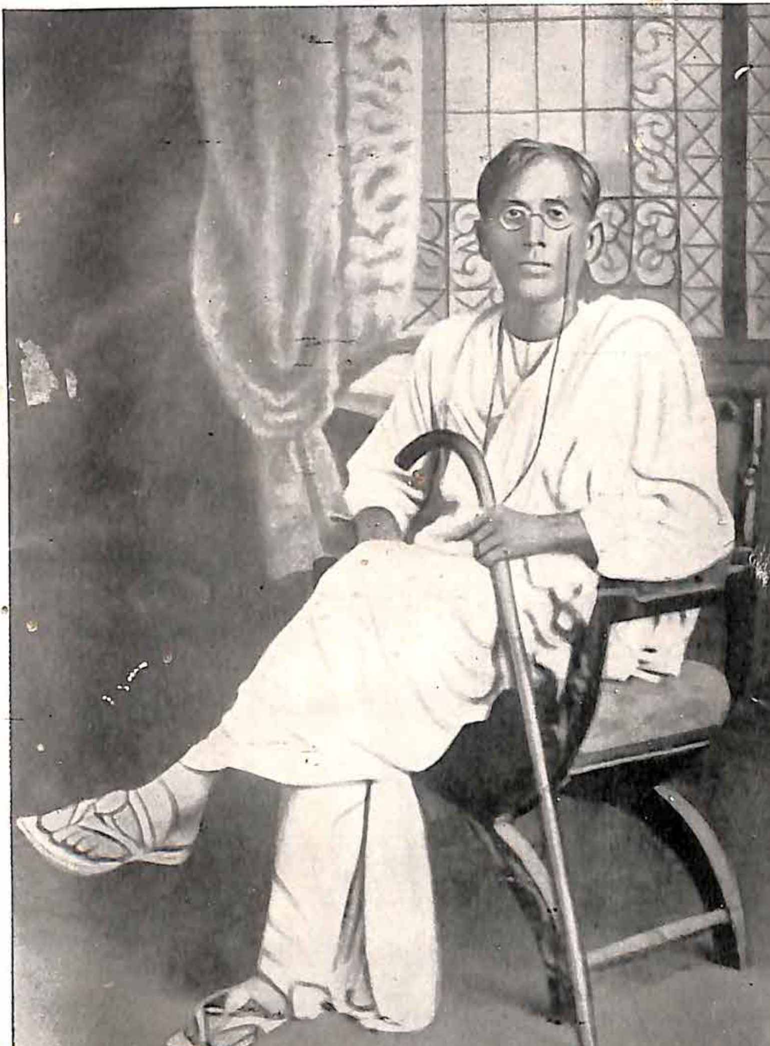
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩·১·১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা·৬

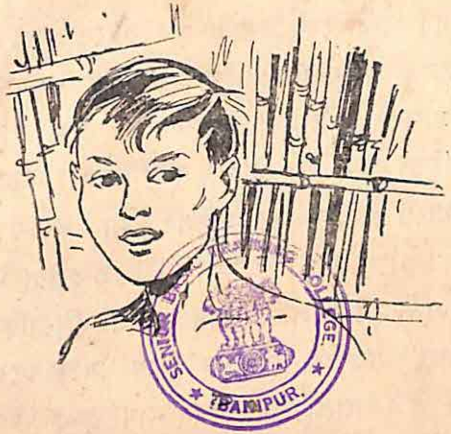
এক টাকা

সপ্তবিংশ সংস্করণ

চৈত্র—১৩৬১



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না! গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন্ কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে দেখা দিবে, সে কথা কাহারও অনুমান করিবার যো ছিল না! তাহার বৈমাত্র বড়ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শান্ত-প্রকৃতির লোক বলা চলে না, কিন্তু সে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড করিত না। গ্রামের জমিদারী কাছারীতে সে কাজ করিত এবং নিজের জমিজমা তদারক করিত। তাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। পুকুর, বাগান, ধানজমি, দু-দশ ঘর বাগ্দী প্রজা এবং কিছু নগদ টাকাও ছিল। শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করিতে আসেন—সে আজ তের বছরের কথা—সে বছরে রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বছরের শিশু রাম এবং এই মস্ত সংসারটা তাঁহার তের বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান।

এ বৎসর চারিদিকে অত্যন্ত জ্বর হইতেছিল। নারায়ণীও জ্বরে পড়িলেন। তিন-চারিটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র খানিকটা পাশকরা ডাক্তার নীলমণি সরকারের এক টাকা ভিজিট দু'টাকায় চড়িয়া গেল এবং তাঁহার কুইনিনের পুরিয়া, আরারুট ময়দা সহযোগে সুখাদ্য হইয়া উঠিল। সাতদিন কাটিয়া গেল, নারায়ণীর জ্বর ছাড়ে না। শ্যামলাল চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

বাড়ীর দাসী নৃত্যকালী ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ তাঁকে ভিন্ গাঁয়ে যেতে হবে—সেখানে চার টাকা ভিজিট—আস্‌তে পারবেন না।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমিও না হয় চার টাকাই দেব, টাকা আগে না প্রাণ আগে? যা তুই চামারটাকে ডেকে আন্ গে।

নারায়ণী ঘরের ভিতর হইতে সে কথা শুনিতে পাইয়া ক্ষীণস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, ওগো, কেন তুমি এত ব্যস্ত হ'চ্ছ? ডাক্তার না হয় কালই আসবে, একদিনে আর কি ক্ষেতি হবে।

রামলাল উঠানের একধারে পিয়ারা-তলায় বসিয়া পাখীর খাঁচা তৈরী করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া বলিল, তুই থাক্ নেত্য, আমি যাচ্ছি।

দেবরটির সাড়া পাইয়া উদ্বেগে নারায়ণী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ওগো রামকে মানা কর। ও রাম, মাথা খাস্ আমার, যাস্ নে—লক্ষ্মী ভাইটি আমার, ছি দাদা, ঝগড়া কর্‌তে নেই।

রাম কর্ণপাতও করিল না—বাহির হইয়া গেল। পাঁচ বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র তখনও কাঠিগুলা ধরিয়া বসিয়াছিল, কহিল, খাঁচা বুন্‌বে না কাকা ?

বুন্‌বো অখন, বলিয়া রাম চলিয়া গেল।

নারায়ণী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেন তুমি ওকে যেতে দিলে ? দেখ, কি কাণ্ড বা ক'রে আসে।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াই ছিলেন, রাগিয়া বলিলেন, আমি কি কর্‌ব ? তোমার মানা শুন্‌লে না আমার মানা শুন্‌বে ?

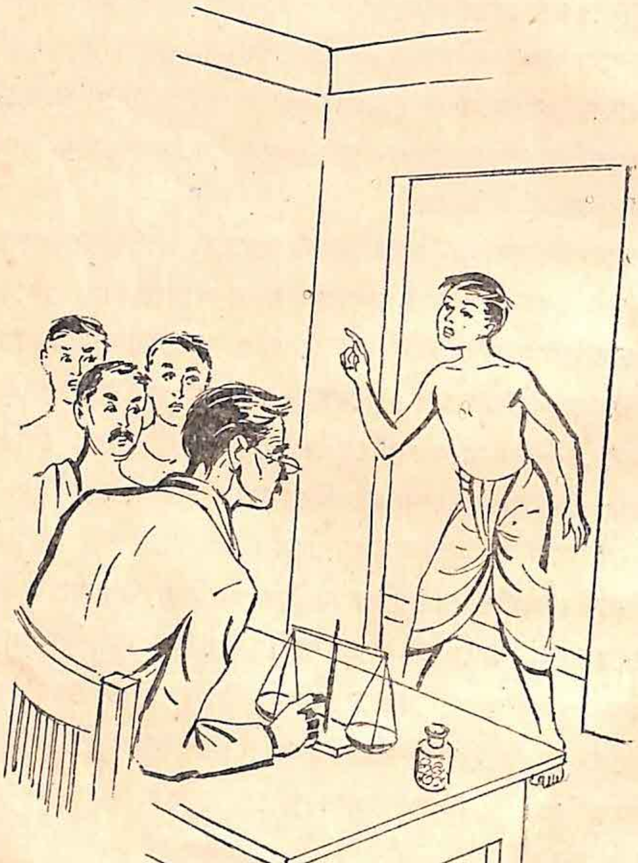
হাত ধর্‌লে না কেন ? ও হতভাগার জন্যে আমার একদণ্ডও যদি বাঁচ্‌তে ইচ্ছে করে। নেত্য, লক্ষ্মী মা আমার দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে—ভোলাকে পাঠিয়ে দে গে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনুক—সে হয়ত এখনো গরু নিয়ে মাঠে যায় নি।

নৃত্যকালী ভোলার সন্ধানে গেল।

রাম নীলমণি ডাক্তারের বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার তখন ডিস্‌পেন্‌সারিতে, অর্থাৎ একটা ভাঙা আলমারির সামনে একটা ভাঙা টেবিলে বসিয়া নিক্তি হাতে ঔষধ ওজন করিতেছিলেন। চারি-পাঁচ জন রোগী হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। ডাক্তার আড়-চোখে চাহিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

রাম মিনিট্-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদির জ্বর সারে না কেন ?

ডাক্তার নিক্তিতে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, আমি কি করব—ওষুধ দিচ্ছি—



ছাই দিচ্ছ! পচা ময়দার গুঁড়োতে অসুখ ভাল হয়!

ছাই দিচ্ছ! পচা ময়দার গুঁড়োতে অসুখ ভাল হয়!

কথা শুনিয়া নীলমণি ওজন নিক্তি সব ভুলিয়া চোখ রাঙা করিয়া বাক্যশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এতবড় শক্ত কথা মুখে আনিবার স্পর্দ্ধা যে সংসারের কোন মানুষের থাকিতে পারে, তিনি তাহা জানিতেন না।

ক্ষণেক পরে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, পচা ময়দার গুঁড়ো তবে নিতে আসিস্ কেন রে? তোর দাদা পায়ে ধ'রে ডাক্‌তে পাঠায় কেন রে?

রাম বলিল, এদিকে ডাক্তার নেই তাই ডাকতে পাঠায়। থাকলে পাঠাত না।

লোকগুলো স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, তাহাদিগের পানে চাহিয়া দেখিয়া সে পুনর্ব্বার বলিল, তুমি ইতর, বামুনের মান-মর্য্যাদা জান না, তাই ব'লে ফেল্‌লে, পায়ে ধ'রে ডাক্‌তে পাঠায়! দাদা কারো পায়ে ধরে না। আস্‌বার সময় বৌদিদি মাথার দিব্যি দিয়ে ফেলেছে, নইলে দাঁতগুলো তোমার সত্যই ভেঙ্গে দিয়ে ঘরে যেতুম। তা শোন, ভাল ওষুধ নিয়ে এখনি এস, দেরি ক'রো না। আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সাম্‌নে কলমের আমবাগান ক'রেচ, বেশি বড় হয় নি ত—ও কুড়ুলের এক এক ঘায়েই কাত হবে—ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাক্‌বে না। কাল এসে শিশিবোতলগুলো গুঁড়ো ক'রে দিয়ে যাব। বলিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার নিক্তি ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বৃদ্ধ তখন সাহস করিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু, আর বিলম্ব ক'রো না। ভাল ওষুধ লুকানো-টুকানো যা আছে, তাই নিয়ে যাও! ও রাম ঠাকুর—যা বলে গেছে, তা ফলাবে, তবে ছাড়বে।

ডাক্তার নিক্তি রাখিয়া বলিল, আমি থানার দারোগার কাছে যাব, তোমরা সব সাক্ষী।

যে বৃদ্ধ পরামর্শ দিতেছিল, সে বলিল, সাক্ষী! সাক্ষী কে দেবে বাবু? আমার ত কুইনাইন খেয়ে কান ভোঁ ভোঁ কর্‌তেছে—রাম ঠাকুর কি যে ব'লে গেল, তা শুন্‌তেও পেলুম না। আর দারোগা করবে কি বাবু? ও দেবতাটি দেখ্‌তে ছোট, কিন্তু ওনার ছোক্‌রার দলটি ছোট নয়। ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মার্‌লে থানার লোক দেখ্‌তে আসবে না, দারোগাবাবু এক আঁটি খড় দিয়ে উপকার কর্‌বে না! ও সব আমরা পার্‌ব না—ওনাকে সবাই ডরায়! তার চেয়ে যা ব'লে গেছে, তাই কর গে। এক বার হাতটা দেখ দেখি আপনি—আজ দুখানা রুটি-টুটি খাব না কি?

ডাক্তার অন্তরে পুড়িতেছিলেন, বুড়ার হাত দেখিবার প্রস্তাবে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন—সাক্ষী দিবি নে তোরা তবে দূর হ' এখান থেকে। আমি কারুর হাত দেখ্‌তে পারব না—ম'রে গেলেও কাউকে ওষুধ দেব না—দেখি, তোদের কি গতি হয়!

বৃদ্ধ লাঠিটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িল—দোষ কারো নয়

ডাক্তারবাবু. উনি বড় সয়তান। ঠাকুরকে খবরটা একবার দিয়েও যেতে হবে, না হ'লে হয়ত বা মনে করবে, থানায় যাবার মতলব আমরা দিয়েছি। বিঘেটাক বেগুন-চারা লাগিয়েছি—বেশ ডাগর হয়েও উঠেছে—হয়ত আজ রাত্তিরেই সমস্ত উপ্‌ড়ে রেখে যাবে। ছোঁড়াগুলো ত রাত্রে ঘুমোয় না। বাবু, থানায় না হয় আর একদিন যেয়ো—আজ এক শিশি ওষুধ নিয়ে ওনারে ঠাণ্ডা ক'রে এসো।

বৃদ্ধ চলিয়া গেল, আর যাহারা ছিল, তাহারাও সরিয়া পড়িতে লাগিল। নীলমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মানবজীবনের শেষ অভিজ্ঞতা—সংসারের সর্ব্বোত্তম জ্ঞানের বাক্যটি আবৃত্তি করিয়া উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন—তুনিয়ার কারও ভাল করতে নেই।

নারায়ণী বাহিরের দিকের জানালায় চোখ রাখিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। রাম বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, গোবিন্দ, খাঁচা ধর্‌বি আয়!

নারায়ণী ডাকিলেন. ও রাম, এ-দিকে আয়।

রাম কঞ্চির মধ্যে সাবধানে কাঠি পরাইতে পরাইতে বলিল. এখন না, কাজ কচ্চি।

নারায়ণী ধমক্ দিয়া বলিলেন. আয় বল্‌চি শীগ্‌গির।

রাম কাঠিগুলা নামাইয়া রাখিয়া বৌদির ঘরে গিয়া তক্তপোষের একধারে পায়ের কাছে বসিল। নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তারের সঙ্গে তোর দেখা হ'ল?

হ্যাঁ।

কি বল্‌লি তাঁকে।

আস্‌তে বল্‌লুম।

নারায়ণী বিশ্বাস করিলেন না—শুধু আস্‌তে বল্‌লি—আর কিছু বলিস্ নি।

রাম চুপ করিয়া রহিল।

নারায়ণী বলিলেন, বল্ না কি ব'লেছিস্ তাঁকে?

বল্‌ব না।

নৃত্যকালী ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল—ডাক্তারবাবু আস্‌চেন।

নারায়ণী মোটা চাদরটা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। রাম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। অনতিকাল পরেই ডাক্তার লইয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, পরিশেষে নারায়ণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৌমা, জ্বর সারা না সারা কি ডাক্তারের হাতে? তোমার দেওরটি ত আমাকে দুটি দিনের সময় দিয়েছে। এর মধ্যে সারে ভাল, না সারে ত আমার ঘরে দোরে আগুন ধরিয়ে দেবে।

নারায়ণী লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন, ওর ঐ রকম কথা, আপনি কোন ভয় কর্‌বেন না।

ডাক্তার বলিলেন, লোকে বলে ওর একটি দল আছে! তাদের যে কথা, সেই কাজ! তাতেই বড় শঙ্কা হয় মা! আমরা ওষুধ দিতে পারি, প্রাণ দিতে পারি নে।

মাস-দুই পরে একদিন নারায়ণী নদী হইতে স্নান করিয়া পূর্ণ কলস নামাইয়া রাখিয়াই বলিলেন, নেত্য, সে বাঁদরটা কোথায় ? বাঁদরটা যে কে, তাহা বাটীর সকলেই জানিত।

নেত্য বলিল, ছোটবাবু এই ত ছিল—ঐ যে ওখানে ঘুড়ি তৈরি কচ্চে।

নারায়ণী দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, ইদিকে আয় হতভাগা, ইদিকে আয়। তোর জ্বালায় কি আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব ?

রামলাল আধখানা বেলের ভিতর হইতে কাঠি দিয়া খুঁচাইয়া আঠা বাহির করিতে করিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নারায়ণী বলিলেন, সাঁতরাদের একমাচা শশা-গাছ কেটে দিয়ে এসেছিস কেন ?

তারা আমাকে কাটতে দেখেছে ?

তারা দেখে নি, আমি দেখেছি। কেন কেটেছিস্ বল্ !

আমাকে তারা অপমান কর্‌লে কেন ?

নারায়ণী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, অপমানের কথা পরে হবে—তুই চুরি কচ্ছিলি কেন, তাই আগে বল্।

রামলাল রীতিমত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, চুরি

নারায়ণী চুপ করিয়া বলিলেন, ও ছোঁড়া একদিন জেলে যাবে, তা জানি, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয়, তাই ভাবি।

আজ নীলমণি শোবার ঘরের সিন্দুক খুলিয়া আসল কুইনিন এবং টাটকা ঔষধ আনিয়াছিলেন, তাহাই ব্যবস্থা করিয়া ফিরিবার সময় শ্যামলাল চার টাকা ভিজিট দিতে গেলে তিনি জিভ কাটিয়া বলিলেন, সর্ব্বনাশ! আমার ভিজিট ত এক টাকা। তার বেশি আমি কোন মতেই নিতে পারব না—ও অভ্যাস আমার নেই! শ্যামবাবু, টাকা দুদিনের, কিন্তু ধর্ম্মটা যে চিরদিনের।

দুই দিন পূর্ব্বে এইখানেই যে এক টাকার অধিক আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, আজ সে কথাও তিনি বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু শ্যামলাল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। যাহা হোক নারায়ণী আরোগ্য হইয়া উঠিলেন, এবং সংসার আবার পূর্ব্বের মতই চলিতে লাগিল।

কচ্ছিলুম? কখ্খন না। এতটুকু শশা নিলে চুরি করা হয়?

নারায়ণী আরো জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাঁদর! একশবার হয়। বুড়ো ধাড়ি, কাকে চুরি করা বলে, ঐ কচি ছেলেটাও জানে। দাঁড়িয়ে থাক্ এক পায়ে, পাজি, দাঁড়া বল্‌চি!

এ বাড়ীতে কচি খোকা গোবিন্দ ছিল রামের বাহন। চব্বিশ ঘণ্টাই সে কাছে থাকিত এবং সব কাজে সাহায্য করিত। রামের হুকুম মত এতক্ষণ সে ঘুড়ি ধরিয়া ছিল, গোলমাল শুনিয়া সেটা ছাড়িয়া দিয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাম ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া চট্ করিয়া বলিল, কাকা, দাঁড়াও এক পায়ে—এমনি ক'রে। বলিয়া সে একটা পা তুলিয়া দাঁড়াইবার প্রণালীটা দেখাইতেছিল—

রাম ঠাস্ করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া পিছন ফিরিয়া এক পায়ে দাঁড়াইল।

নারায়ণী হাসি চাপিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মিনিট-তুই পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সে তেমনি করিয়া এক পায়ে দাঁড়াইয়া; কোঁচার খুঁট দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছে।

নারায়ণী বলিলেন, আচ্ছা যা হয়েছে। আর এমন করিস্ নে।

রাম সে কথা শুনিল না। রাগ করিয়া তেমনিভাবে একপায়ে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নারায়ণী কাছে আসিয়া তাহার বাহু ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, সে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে ঝাড়া দিয়া তাঁহার হাত সরাইয়া দিল, তিনি হাসিয়া আর একবার টানিবার চেষ্টা করিতেই, সে পূর্ব্বের মত সবেগে ঝাড়া দিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া এক দৌড়ে পলাইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে নৃত্যকালী ডাকিতে আসিয়া দেখিল, চণ্ডীমণ্ডপের ও-ধারের বারান্দায় পা ঝুলাইয়া খুঁটি ঠেস্ দিয়া রাম চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

নৃত্যকালী বলিল, ইস্কুলের সময় হয় নি ছোটবাবু? মা ডাক্‌চেন। রাম জবাব দিল না। যেন শুনিতেই পায় নাই, এইভাবে বসিয়া রহিল।

নৃত্য সাম্‌নে আসিয়া বলিল, মা, চান ক'রে খেয়ে নিতে বলচেন।

রাম চোখ রাঙাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, তুই দূর হ!

কিন্তু মা কি বলেচেন শুন্‌তে পেয়েচ?

না, পাই নি! আমি নাব না, খাব না—কিছু করব না—তুই যা।

আমি গিয়ে বল্‌চি তাঁকে, বলিয়া নৃত্যকালী ফিরিতে উদ্যত হইল।

রাম তৎক্ষণাৎ উঠিয়া খিড়কির এঁদো-পুকুরে ডুব দিয়া আসিয়া ভিজা মাথায় ভিজা কাপড়ে বসিয়া রহিল। নারায়ণী খবর পাইয়া ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন—ওরে ও ভূত?

ও কি কর্‌লি ? ও ডোবাটায় ভয়ে কেউ পা ধোয় না তুই স্বচ্ছন্দে ডুব দিয়ে এলি ?

তিনি আঁচল দিয়া বেশ করিয়া তাহার মাথা মুছাইয়া দিয়া, কাপড় ছাড়াইয়া ঘরে আসিয়া ভাত বাড়িয়া দিলেন। রাম বাড়া-ভাতের সুমুখে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী তাহার ভাবটা বুঝিয়া কাছে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী ভাইটি, ঐ-বেলা তুই আপনি খা, রাত্তিরে তখন আমি খাইয়ে দেব। চেয়ে দেখ্ এখনো আমার রান্না হয় নি—লক্ষ্মীটি খাও।

রাম তখন ভাত খাইয়া জামা পরিয়া ইস্কুলে চলিয়া গেল।

নৃত্যকালী কহিল, তোমার জন্যই ওর সব রকম বদ্ অভ্যাস হ'চ্ছে মা ! অত বড় ছেলেকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে দেওয়া কি ! একটু রাগ কর্‌লেই খাইয়ে দিতে হবে—ও আবার কি কথা !

নারায়ণী একটু হাসিয়া বলিলেন, না হ'লে খায় না যে। রাত্তিরের লোভ না দেখালে ও ঐখানে একবেলা ঘাড় গুঁজে ব'সে থাক্‌ত—খেত না।

নৃত্যকালী বলিল, না, খেত না ! ক্ষিদে পেলে আপনি খেত। অত বড় ছেলে—

নারায়ণী মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোরা ওর বয়সই দেখিস ! বড় হ'লে, বুদ্ধি হ'লে পর আপনিই লজ্জা হবে। তখন আর কোলে বস্‌তে চাইবে, না খাইয়ে দিতে বল্‌বে ?

নৃত্যকালী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, ভালর জন্যই বলি মা, নইলে আমার দরকার কি? বার-তের বছর বয়সে যদি ওর জ্ঞান-বুদ্ধি না হয়, তবে হবে কবে?

নারায়ণী এবার রাগ করিলেন। বলিলেন, জ্ঞান-বুদ্ধি সকল মানুষের এক সময়ে হয় না নেত্য। কারো বা দু'বছর আগে, কারো বা দু'বছর পরে হয়! আর হোক ভাল, না হোক ভাল, তোদেরই বা এত দুর্ভাবনা কেন?

নৃত্য বলিল, ঐ তোমার দোষ মা। ও যে কি রকম দুষ্টু হয়ে উঠেছে তা ত নিজেই দেখ্‌তে পাচ্ছ। পাড়ার লোক বলে, তোমার আদরেই ও—

নারায়ণী রুক্ষ স্বরে বলিলেন, পাড়ার লোক আদরটাই দেখে, শাসনটা দেখে না। কিন্তু তুই ত পাড়ার লোক ন'স্, সমস্ত সকাল-বেলাটা যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌লে, পচা পুকুরে ডুব দিয়ে এল, ভগবান জানেন, জ্বর হবে, না কি হবে, তার পরে কি বলিস্ উপোস করিয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিতে? ঘরে-বাইরে আমার অত গঞ্জনা সহ্য হয় না নেত্য। বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইয়া চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন। এই কথা লইয়া কাল রাত্রে স্বামীর সঙ্গেও যে সামান্য কলহ হইয়া গিয়াছিল, সে কথা নেত্য জানিত না। অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া সে বলিল, ও কি মা, কাঁদ কেন? মন্দ কথা ত আমি কিছু বলি নি। লোকে বলে, তাই একটু সাবধান ক'রে দেওয়া।

নারায়ণী চোখ মুছিয়া বলিলেন, সকল মানুষকে ভগবান এক রকম গড়েন না। ও একটু দুষ্টু বলেই আমি যার তার কথা চুপ ক'রে সহ্য করি, কিন্তু আদর দেবার খোঁটা লোকে দেয় কি ক'রে? তারা কি চায়, ওকে আমি কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি? তা হ'লেই বোধ করি তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বলিয়া কোনরূপ উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

নৃত্যকালী এতটুকু হইয়া গিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, জানি না বাপু। সব বিষয়ে যে মানুষের এত বুদ্ধি, এত ধৈর্য্য, সে কেন এতটুকু কথা বুঝতে পারে না? আর শাসন ত ভারী। ছেলে এক মিনিট এক পায়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেছে ত পৃথিবী রসাতলে গেছে।

দাদার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে রাম একেবারে পছন্দ করিত না। আজ রাত্রে ইচ্ছা করিয়াই নারায়ণী দুই ভাইয়ের খাবার পাশাপাশি দিয়া অদূরে বসিয়া ছিলেন। রাম ঘরে ঢুকিয়াই লাফাইয়া উঠিল! যাও, আমি খাব না—কিছুতেই খাব না।

নারায়ণী বলিলেন, তবে শুগে যা। তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে রামের লাফানি বন্ধ হইল, কিন্তু সে খাইতে বসিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রান্নাঘরের আর একটা দরজা দিয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিতেই রাম ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। শ্যামলাল ধীরে সুস্থে খাইতে বসিয়া বলিলেন, রেমো খেলে না যে!

নারায়ণী সংক্ষেপে বলিলেন, ও আমার সঙ্গে খাবে।

আহার শেষ করিয়া শ্যামলাল চলিয়া যাইবামাত্রই রাম এক মুঠা ছাই লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমি কাউকে খেতে দেব না—সকলের পাতে ছাই দেব—দিই?

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, দিয়ে একবার মজা দেখ্ না!

রাম ছাই-মুঠা হাতে করিয়া সুর বদ্‌লাইয়া বলিল, ভারি মজা, সকালবেলা আমাকে ঠকিয়ে ভাত খাইয়ে দিয়ে এখন মজা দেখ না!

তুই খেলি কেন?

তুমি যে বল্‌লে রাত্তিরে—

বুড়ো খোকা, পরের হাতে খেতে লজ্জা করে না?

রাম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, পরের হাতে কোথায়? তুমি যে বল্‌লে!

নারায়ণী আর তর্ক না করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, যা—ছাই ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে আয়! কিন্তু আর কোন দিন খেতে চাস্!

খাওয়ান তখনো শেষ হয় নাই, নৃত্যকালী বিনা প্রয়োজনে একবার দরজার সম্মুখ দিয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ও-দিকের বারান্দায় চলিয়া গেল।

নারায়ণী দেখিয়া বলিলেন, রাম কখনও কি একটু শান্ত হবি নে ভাই! ভগবান কোন দিন কি তোর একটু সুমতি দেবেন না! লোকের কথা যে আমি আর সহ্য করতে পারি নে!

রাম মুখের ভাত গিলিয়া লইয়া বলিল, কে লোক তার নাম বল।

নারায়ণী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাস্! কে লোক, ওকে তার নাম ব'লে দাও।

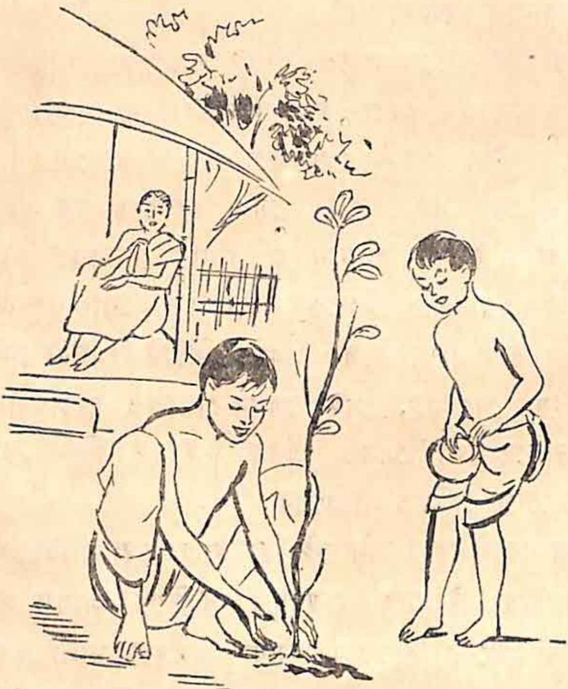
কিন্তু মাস-কয়েক পরে সত্যই নারায়ণীর অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার বিধবা মা দিগম্বরী দশ বছরের কন্যা সুরধুনীকে লইয়া এতদিন কোনমতে তাঁহার ভাইয়ের বাড়ীতে দিন কাটাইতেছিলেন। হঠাৎ সেই ভাইয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। নারায়ণী স্বামীকে সম্মত করাইয়া তাঁহাদিগকে আনাইতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা আসিলেন এবং আসিয়াই দিগম্বরী মেয়েকে ত ডিঙাইয়া গেলেনই, সেই সুবাদে রামকেও ডিঙাইবার জন্য পা বাড়াইতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই তিনি রামকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতে লাগিলেন।

আজ সকাল-বেলা রাম দুই-তিন হাত লম্বা একটা অশ্বত্থ-চারা আনিয়া উঠানের মাঝখানে পুঁতিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া দিগম্বরী মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ-স্বরে বলিলেন, ওটা কি হচ্ছে রাম?

রাম তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, অশ্বত্থ গাছটা বড় হ'লে বেশ ছায়া হবে গো। মাষ্টারমশাই ব'লেছেন অশ্বত্থের ছায়া খুব ভাল! গোবিন্দ, যা ঘটি ক'রে জল নিয়ে আয়। ভোলা,

মোটা দেখে বাঁশ কেটে আন্—বেড়া দিতে হবে। নইলে গরু-বাছুরে খেয়ে ফেলবে।

দিগম্বরী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া বলিলেন, উঠানের



রাম দুই-তিন হাত লম্বা একটা অশ্বত্থ-চারা আনিয়া উঠানের মাঝখানে পুঁতিতে আরম্ভ করিয়া দিল

মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ! এমন ছিষ্টি-ছাড়া কাণ্ড কখনও বাপের বয়সে দেখি নি বাবা!

রাম সে কথায় কর্ণপাতও করিল না।

গোবিন্দ তাহার সামর্থ্যানুযায়ী একটি ছোট ঘটি করিয়া জল আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। রাম তাহার হাত হইতে ঘটিটি লইয়া সস্নেহে হাসিয়া বলিল, এটুকু জলে কি হবে রে পাগলা! তুই বরং দাঁড়া এইখানে আমি জল আনি গে।

তাহার পর ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া সমস্ত উঠানটা কাদা করিয়া, রাম যখন গাছ-পোঁতা শেষ করিয়াছে, তখন নারায়ণী নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দিগম্বরী এতক্ষণ তুঁষের আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন, কারণ তাঁহার চোখের সুমুখেই এই হিতকর বিরাট অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হইয়া প্রায় সমাধা হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মেয়েকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দেখ্ নারাণি, চেয়ে দেখ্। তোর দেওরের কাণ্ডটা একবার দেখ্? উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ পুঁতে বলে কি না ছায়া হবে। আবার ওদিকে দেখ্ হতভাগা ভোলার কাণ্ড। একটা আস্ত বাঁশঝাড় কেটে নিয়ে ঢুকচে—বেড়া দেওয়া হবে।

নারায়ণী চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই এক-রাশ বাঁশ ও কঞ্চি টানিয়া ভোলা উঠানে ঢুকিতেছে। ভোলা রামের প্রায় সমবয়সী। নারায়ণী হাসিতে লাগিলেন। ওদিকে মায়ের ক্রুদ্ধ ব্যস্ত ভাব, এদিকে রামের এই পাগলামী, সমস্ত জিনিসটাই তাঁহার কাছে পরম হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া ঠেকিল। হাসিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ কি হবে রে?

রাম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কি হবে কি বৌদি! কেমন চমৎকার ঠাণ্ডা ছায়া হবে বল ত! আর এই যে ছোট ডালটি দেখছ, উটি বড় হ'লে—এই গোবিন্দ, আঙুল দেখাস নে—বড় হলে গোবিন্দর জন্য একটা দোলা টাঙিয়ে দেব। ভোলা, একটু উঁচু ক'রে বেড়া দিতে হবে, নইলে কালী গলা বাড়িয়ে খেয়ে নেবে; দে, কাটারীখানা, আমার হাতে দে, তুই পারবি নে। খট্-খট্ ঠক্-ঠক্ করিয়া বাঁশ কাটা সুরু হইয়া গেল।

নারায়ণী হাসিতে হাসিতে কক্ষস্থিত পূর্ণ কলস রান্নাঘরে রাখিয়া দিতে চলিয়া গেলেন।

রাগে দিগম্বরীর চোখ জ্বলিতে লাগিল। মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তুই যে কিছু বল্‌লি নে? ঐখানে তবে অশ্বত্থ গাছ হোক!

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, মা, ব্যস্ত হ'চ্চ কেন, অত বড় গাছ কখন হয়? ওর কি শেকড়-বাকড় আছে যে ঘড়া ঘড়া জল ঢাল্‌লেই বাঁচবে? ও ত কালই শুকিয়ে যাবে।

দিগম্বরী কিছুমাত্র শান্ত না হইয়া বলিলেন, শুকুবে না ছাই হবে, ভাল চাস্ ত উপড়ে ফেলে দে গে!

নারায়ণী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, বাপ রে! তা হ'লে আর কারো রক্ষে থাকবে না।

দিগম্বরী বলিলেন, কেন বাড়ী কি ওর একলার যে মনে করলেই উঠোনের মাঝখানে এক অশ্বত্থ গাছ পুঁতে দেবে? তোরা কি কেউ ন'স? আমার গোবিন্দ কি কেউ নয়? মা

গো, অশ্বত্থ গাছের উপরে এসে রাজ্যের কাক, চিল, শকুনি বাসা করবে, হাড়-গোড় ফেলে নোঙরা করবে—আমি ত নারাণি, তা হ'লে থাক্‌তে পার্‌ব না। ওকে তোদের এত ভয় কি জন্যে শুনি? আমার যদি বাড়ী হ'ত নারাণি, তা হলে দেখতুম, ও কত বড় বজ্জাত। একদিনে সোজা ক'রে দিতুম।

নারায়ণী মায়ের বুকের ভেতরটা যেন দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ছেলেমানুষ, ওর এখন কি বুদ্ধি মা! বুদ্ধি থাকলে কি কেউ নিজের বাড়ীর উঠোনে অশ্বত্থ গাছ পোঁতে? দুদিন থাক, তার পরে ও আপনিই ফেলে দেবে।

দিগম্বরী বলিলেন, ফেলে দেবে! ও কেন দেবে, আমি নিজেই দেব।

নারায়ণী কহিলেন, না মা, ও কাজ করো না, তোমাকে বল্‌চি, ওকে চেন না। আমি ছাড়া ওর ভাইও ছুঁতে সাহস কর্‌বে না মা। আজকের দিনটা যাক্‌।

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তুই কাপড় ছাড়্‌গে যা।

দুপুর-বেলা নারায়ণী নিজের ঘরে বসিয়া বালিশের অড় সেলাই করিতেছিলেন, নেত্য ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, মা সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! দিদিমা ছোটবাবুর গাছ ফেলে দিয়েছে। সে ইস্কুল থেকে এসে আর কাউকে বাঁচতে দেবে না! নারায়ণী সেলাই ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, সত্যই গাছ নাই।

বলিলেন, মা, রামের গাছ কি হ'ল ?

দিগম্বরী মুখ হাঁড়িপানা করিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, ওই !

নারায়ণী কাছে আসিয়া দেখিল, সেটী শুধু তুলিয়া ফেলা হয় নাই, মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া রাখা হইয়াছে। তখনই নিঃশব্দে তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া নারায়ণী ঘরে চলিয়া গেলেন।

ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাম সর্ব্বাগ্রে তাহার গাছটি দেখিতে গিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বই খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বৌদি, আমার গাছ ?

নারায়ণী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, বল্‌চি, এদিকে আয়।

না, যাব না। কই আমার গাছ ?

এদিকে আয় না বল্‌চি।

রাম কাছে আসিতেই তিনি হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া কোলের উপর বসাইয়া, মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া বলিলেন, মঙ্গলবারে কি অশ্বত্থ গাছ পুঁততে আছে রে ?

রাম শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কি হয় ?

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে বাড়ীর বড়বৌ মরে যায় যে !

রাম এক মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গিয়া বলিল, যাঃ, মিছে কথা।

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন, না রে, মিছে কথা নয়, পাঁজিতে লেখা আছে।

কই পাঁজি দেখি ?

নারায়ণী মনে মনে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া অকস্মাৎ গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তুই কি ছেলে রে! মঙ্গলবার পাঁজির নাম করতে নেই—তুই দেখবি কি রে? এ কথা যে ভোলাও জানে, আচ্ছা ডাক তাকে।

এত বড় অজ্ঞতা পাছে ভোলার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে তৎক্ষণাৎ অপ্রতিভ হইয়া তাহার দুই বাহু দিয়া মাতৃসমা বড়বধূর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বলিল, এ আমি জানি। কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই, না বৌদি ?

নারায়ণী তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, না, আর দোষ নেই। তাঁহার চোখ দুটি জলে ভিজিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, হাঁ রে রাম, আমি ম'রে গেলে তুই কি করিস্ ?

রাম সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, যা, বল্‌তে নেই।

নারায়ণী অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, বুড়ো হলুম মর্‌ব না রে! এবারে রাম পরিহাস বুঝিতে পারিয়া মুখ তুলিয়া সহাস্যে বলিল, তুমি বুড়ো বুঝি ? একটি দাঁতও পড়ে নি, একটি চুলও পাকে নি!

নারায়ণী বলিলেন, চুল না পাকতেই আমি নদীর জলে একদিন ডুবে মর্‌ব। নাইতে যাব আর ফিরে আস্‌ব না ?

কেন, বৌদি?

তোর জ্বালায়। আমার মাকে তুই দেখতে পারিস্ নে, দিনরাত ঝগড়া করিস্, সেই দিন তোরা টের পাবি, যে দিন আমি আর ফিরব না।

কথাটা রাম বিশ্বাস করিল না বটে, তথাপি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া বলিল, আচ্ছা আমি আর কিছু বল্‌ব না। কিন্তু ও কেন আমাকে অমন ক'রে বলে?

বল্‌লেই বা। উনি আমার মা, তোরও গুরুজন। আমাকে যেমন তুই ভালবাসিস্, ওঁকেও তেম্‌নি ভালবাস্‌বি?

রাম আবার বৌদিদির বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল। এইখানে মুখ রাখিয়া সে এই দীর্ঘ তের বৎসর বাড়িয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া সে এত বড় মিথ্যা কথা মুখে আনিবে! এ যে তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য!

নারায়ণী আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, মুখ লুকালে কি হবে বল্!

ঠিক এই সময়ে দিগম্বরী দেখা দিলেন। কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, কাজকর্ম্ম নেই নারাণি? দেওরকে নিয়ে সোহাগ হ'চ্চে, নিজের ছেলেটা যে ওদিকে সারা হয়ে গেল।

রাম তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চোখ দুটা হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

নারায়ণী জোর করিয়া তাহার মুখ বুকের উপর টানিয়া লইয়া মাকে বলিলেন, ছেলেটা সারা হয়ে গেল কিসে?

কিসে? বেশ! বলিয়া দিগম্বরী প্রস্থান করিলেন।

বানাইয়া বলিবার মত একটা মিথ্যা কথাও তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। রাম জোর করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, ও ডাইনির আমি গলা টিপে দেব।

নারায়ণী তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, চুপ কর্ পাজি, মা হয় যে।

দিন-চারেক পরে একদিন ভাত খাইতে বসিয়া 'উঃ আঃ' করিয়া বার-দুই জল খাইয়া রাম ভাতের থালাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নাচিতে লাগিল—ঐ ডাইনি বুড়ীর রান্না আর আমি খাব না, কখ্খন খাব না, ঝালে মুখ জ্ব'লে গেল বৌদি—ও—বৌদি—

চীৎকার শুনিয়া নারায়ণী আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন।

কি হ'ল রে?

রাম রাগে কাঁদিয়া ফেলিল—আমি কখ্খন খাব না, কখ্খন খাব না—ওকে দূর ক'রে দাও। বলিতে বলিতে ঝড়ের বেগে সে বাহির হইয়া গেল।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, মা, বার বার বলি, তরকারীতে এত ঝাল দিও না, এত ঝাল খাওয়া এ বাড়ীর কারো অভ্যাস নাই।

দিগম্বরী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন, ঝাল আবার কোথায়? দুটি লঙ্কা শুধু গুলে দিয়েচি, এতেই এত কাণ্ড!

নারায়ণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, নাই দিলে মা ছুটো লঙ্কা! কেউ যখন খায় না, তখন—

চুপ কর্ নারাণি, চুপ কর্। রান্না শেখাতে আসিস্ নে আমাকে, চুল পাকালুম এই করে, এখন পেটের মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হবে। ধিক্ আমাকে!

নারায়ণী আর কোন কথা না বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া নূতন করিয়া রাঁধিবার যোগাড় করিতে লাগিল।

দিগম্বরী ছুয়ারে পা ছড়াইয়া বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, ভাই রে! কোথায় আছিস্, একবার ডেকে নে! আর সহ্য হয় না! যা-মুখে আসে, আমাকে তাই ব'লে গাল দেয় রে! আমি বুড়ী! আমি ডাইনি! আমাকে দূর ক'রে দিতে বলে। আমি এমন মেয়ে-জামায়ের ভাত খেতে এসেচি—আমার গলায় দড়ি জোটে না! এর চেয়ে পথে ভিক্ষে করা শতগুণে ভাল। সুরো আয় মা, আমরা যাই, এ বাড়ীতে আর জলস্পর্শ করব না!

সুরধুনী কাঁদ কাঁদ হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দিগম্বরী তাহার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

নারায়ণী বঁটি কাত করিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

দিগম্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, না, না, আটকাস্ নে

আমাদের, নারাণি, যেতে দে! আমরা অনাহারে গাছতলায় মর্‌ব সেও ভাল, কিন্তু তোদের ভাত খাব না, তোদের ঘরে শোব না।

নারায়ণী হাত জোড় করিয়া রহিল, কার ওপর রাগ ক'রে যাচ্চ মা? আমরা কি কোন অপরাধ ক'রেছি?

দিগম্বরীর ক্রন্দন অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, নাকিস্বুরে কহিল, আমি কচি খুকি নই নারাণি, সব বুঝি। তোর ইসারা না থাক্‌লে কি ওর কখন অত সাহস হয়? আমি জাইনি? আঁ্যা, আমাকে দূর ক'রে দাও! আচ্ছা, তাই যাচ্চি! আমরা তোদের আপদ বালাই—গলগ্রহ! পথ ছাড়্‌ বল্‌চি।

নারায়ণী মায়ের ছুই পায়ে হাত দিয়া বলিল, মা, আজকের মত মাপ কর! আচ্ছা, উনি আস্নুন, তার পর যা ইচ্ছে হয় ক'রো। তার পর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া ছুই পায়ে জল ঢালিয়া আঁচল দিয়া মুছাইয়া একটা পিঁড়ির উপর বসাইয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

ক্রোধটা তাঁহার তখনকার মত শান্ত হইল বটে, কিন্তু ছুপুর-বেলা শ্যামলাল আহারে বসিতেই, তিনি কপাটের অন্তরালে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রথমটা শ্যামলাল হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল, পরে একটু একটু করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হইয়া অর্দ্ধভুক্ত অন্ন ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া গেল।

নারায়ণী বুঝিল এ রাগ কাহার উপরে। নৃত্যকালী সহ

করিতে পারিল না। বাড়ীর মধ্যে সে ছিল স্পষ্টবাদিনী, চট্ করিয়া বলিয়া বসিল, দিদিমা, জেনে শুনে ইচ্ছে ক'রে বাবাকে খেতে দিলে না। চোখের জল ত তোমার শুকিয়ে যাচ্ছিল না দিদিমা, না হয় দুমিনিট পরেই বার করতে!

দিগম্বরী মুখ কালি করিয়া নিরুত্তরে রহিলেন।

দুপুর-বেলা রাম কোথা হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া, এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া তাহার বৌদিদির ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি গোবিন্দকে লইয়া শুইয়া আছেন। ব্যাপারটা তাহার বড় ভাল বোধ হইল না। তথাপি আস্তে আস্তে বলিল, ক্ষিদে পায় যে!

বৌদিদি কথা কহিলেন না।

সে আর একটু জোর দিয়া বলিল, কি খাব?

নারায়ণী শুইয়া থাকিয়াই বলিলেন, আমি জানি নে, যা এখান থেকে।

না যাব না—আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি!

নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রুষ্টভাবে বলিলেন, আমাকে জ্বালাতন করিস্ নে রাম! নেত্য আছে, তাকে বল্ গে।

রাম আর কিছু না বলিয়া বাহিরে আসিয়া নেত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল, খেতে দে নেত্য।

নেত্য বোধ করি প্রস্তুত হইয়াই ছিল; এক বাটি দুধ, কিছু মুড়ি ও চার-পাঁচটা নারিকেল নাড়ু আনিয়া দিল।

রাম রাগিয়া উঠিয়া বলিল, এই বুঝি?

নেত্য বলিল, ছোটবাবু ভাল চাও ত আজ আর হাঙ্গামা ক'রো না। বাবু না খেয়ে কাছারি চ'লে গেছে, মা উপোস্ ক'রে গোবিন্দকে নিয়ে শুয়ে আছে। গোলমাল শুনে যদি উঠে আসে—তোমার অদেষ্টে দুঃখ আছে তা ব'লে দিচ্ছি।

রাম তাহা দেখিয়াই আসিয়াছিল, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খানিকটা দুধ খাইয়া মুড়ি ও নাড়ু কোঁচড়ে ঢালিয়া পুকুরধারে গাছতলায় গিয়া বসিল। তাহার আহারে প্রবৃত্তি চলিয়া গিয়াছিল। বৌদি উপোস্ করিয়া আছে! সে অন্যমনস্ক হইয়া মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে ভাবিতে লাগিল, তাহার মুনি-ঋষিদের মত কোন একটা মন্ত্র জানা থাকিলে এইখানে বসিয়াই সে বৌদির পেট ভরাইয়া দিত। কিন্তু মন্ত্র না জানিয়া কি উপায়ে যে কি করা যায়, ইহা কোনমতে স্থির করিতে পারিল না। ফিরিয়া গিয়া তাহাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। তা ছাড়া দাদা খায় নাই! অনুরোধ করিলেই বা কি হইবে! সে কোঁচড় হইতে মুড়ি প্রভৃতি জলের উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, বৌদি উপোস্ করিয়া আছে। কথাটা সে মনে মনে যত রকম করিয়াই আবৃত্তি করিল, ততবারই তাহার মনের মধ্যে ছুঁচ ফুটিল।

রাত্রে শ্যামলাল ভার্য্যাকে বলিলেন, আমার আর সহ্য হয় না। ওকে নিয়ে আর বাস করা চলে না।

নারায়ণী অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কথা বল্‌চ ?

রামের কথা। তোমার মা আমাকে চার-পাঁচ দিন ধ'রে ক্রমাগত বলচেন, রাম ওঁকে না-হক অপমান কর্‌চে। আমি পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে বিষয়-আশয় সমস্ত ভাগ ক'রে ওকে আলাদা ক'রে দেব। আমি আর পারি নে।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, রামকে আলাদা ক'রে দেবে ? ওকথা মুখেও এনো না। ও দুধের ছেলে, বিষয়-আশয় নিয়ে কি কর্‌বে শুনি ?

শ্যামলাল বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, দুধের ছেলেই বটে ! আর বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ও কি করবে, সে ওই জানে।

নারায়ণী বলিলেন, ও জানে না, আমি জানি ! কিন্তু মা বুঝি তোমাকে চার-পাঁচ দিন ধ'রে ক্রমাগত ওই কথা বলে বেড়াচ্চেন ?

শ্যামলাল একটু অপ্রতিভ হইয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, না, উনি কিছুই বলেন নি, লোকেরও ত চোখ আছে গো ! আমি নিজে কি কিছুই দেখতে পাই নে, তাই তুমি মনে কর ?

নারায়ণী বলিলেন, না, আমি তা মনে করি নে। কিন্তু ওর কে আছে ? কাকে নিয়ে ও পৃথক হবে ? মা আছে, না বোন আছে, না একটা মাসি-পিসি আছে ? ওকে রেঁধে খাওয়াবে কে ?

শ্যামলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি ও সব জানি নে।

মুখে বলিলেন বটে, জানি না, কিন্তু অন্তরে জানিতেছিলেন। এত বড় সত্যটা না জানিয়া পথ কোথায়? নারায়ণী কি কথা বলিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল। তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ভারী গলায় বলিলেন, দেখ, তের বছর বয়সে মেয়েরা যখন পুতুল খেলে বেড়ায় তখন মা আমার মাথায় এই মস্ত সংসারটা ফেলে রেখে স্বচ্ছন্দে স্বর্গে চলে গেলেন! তিনি দেখচেন, এ ভার আমি বইতে পেরেছি কি না। রেঁধেচি-বেড়েচি, ছেলে মানুষ করেচি, লোক-লৌকিকতা, কুটুম্ব, সংসার সমস্ত এই একটা মাথায় ব'য়ে ব'য়ে আজ ছাব্বিশ বছরের হ'য়েচি। এখন আমার ঘর-কন্নার মধ্যে যদি হাত দিতে এস, সত্যি বল্‌চি তোমাকে আমি নদীতে ডুব দিয়ে মর্‌ব! তখন আর একটা বিয়ে ক'রে রামকে আলাদা ক'রে দিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন ক'রে সংসার ক'রো, আমি দেখতেও যাব না, বলতেও যাব না। কিন্তু এখন নয়।

শ্যামলাল মনে মনে স্ত্রীকে ভয় করিতেন, আর কথা কহিলেন না। কথাটা এইখানেই সে রাত্রে বন্ধ হইয়া রহিল। পরদিন নারায়ণী রামকে কাছে বসাইয়া গভীর স্নেহে গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, রাম, তোর এখানে আর থেকে কাজ নেই ভাই। তুই আলাদা কোথাও থাক্ গে যা—পারবি নে থাকতে?

রাম তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া একগাল হাসিয়া বলিল,

পারব বৌদি। তুমি, আমি, গোবিন্দ আর ভোলা, কবে যাওয়া হবে বৌদি?

নারায়ণী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। ইহার পরে আর কি বলিবেন তিনি! কিন্তু রাম কথাটা থামিতে দিল না। সে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল; বলিল, কবে যাব বৌদি?

তিনি সে কথার উত্তরে তাহার মুখটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, তোর বৌদিকে ছেড়ে একলা থাকতে পার্‌বি নে?

রাম মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আর বৌদি যদি ম'রে যায়?

যাঃ—

যা নয়! এখন বৌদির কথা শুনিস্ নে—তখন দেখতে পাবি!

রাম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কখন তোমার কথা শুনি নে?

নারায়ণী বলিলেন, কখন শুনিস্, তাই বল্। কতদিন ব'লেচি, আমার মাকে তুই অপমান করিস্ নে, তবু তাঁকে অপমান করতে ছাড়বি নে। কালও ক'রেছিস। এইবার আমি যেখানে দুচোখ যায় চলে যাব!

আমিও সঙ্গে যাব।

তুই কি টের পাবি কখন যাব! আমি লুকিয়ে চলে যাব।

আর গোবিন্দ ?

সে তোর কাছে থাক্‌বে, তুই মানুষ করবি।

না, আমি পারব না বৌদি।

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তোকে পার্‌তেই হবে।

তখন রাম সমস্ত কথাটা অবিশ্বাস করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, সব মিছে কথা। কোথাও যাবে না।

মিছে নয় সত্যি। দেখিস্‌, আমি চ'লে যাব।

রাম অনুতপ্ত হইয়া বলিল, আর যদি তোমার সব কথা শুনি তা হ'লে ?

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন, তা হ'লে যাব না। তোকেও আর গোবিন্দকে মানুষ করতে হবে না।

রাম খুসি হইয়া বলিল, আচ্ছা, আজ থেকে তুমি দেখো।

৩

আট দিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল। দিগম্বরী যে কটাক্ষ করিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু রাম রাগ করিত না। বৌদিদির সেদিনকার কথা ঠিক বিশ্বাস না করিলেও তাহার ভয় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভগবান বিরূপ, আবার দুর্ঘটনা ঘটিল। আজ দিগম্বরী তাঁহার পিতৃদেবের উদ্দেশে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের সংকল্প করিয়াছিলেন। পিতার প্রেতাত্মা এতদিন ছেলের বাড়ীতে চুপ করিয়াছিল, এখন নাত জামাইয়ের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিল ; অবশ্য স্বপ্নে—তবু তাহাকে সন্তুষ্ট করা চাই ত।

সকাল-বেলা রাম আঁক কষিতেছিল ; ভোলা আসিয়া চুপি চুপি খবর দিয়া গেল, দাঠাকুর, ভগা বাগ্দী তোমার কেত্তিক গণেশকে চাপবার জন্যে জাল এনেছে, দেখবে এস।

একটু বুঝাইয়া বলি। বহুদিনের পুরাতন গোটা-দুই খুব বড় গোছের রুইমাছ ঘাটের কাছে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইত। মানুষজনকে সে দুটো আদৌ ভয় করিত না। রাম বলিত, এরা তার পোষা মাছ এবং নাম দিয়াছিল কার্ত্তিক, গণেশ। এ পাড়ায় এমন কেহ ছিল না, যে ব্যক্তি কার্ত্তিক গণেশের অসাধারণ রূপ-গুণের বিবরণ রামের কাছে শোনে নাই, এবং তাহার অনুরোধে একবার দেখিতে আসে নাই। কি যে

তাহাদের বিশেষত্ব, তাহা কেবল সে-ই জানিত, এবং কে কার্ত্তিক, কে গণেশ, শুধু সেই চিনিত। ভোলাও সব সময় ঠাহর করিতে পারিত না বলিয়া রামের কাছে কানমলা খাইত।

নারায়ণী হাসিয়া বলিতেন, রামের কার্ত্তিক গণেশ কাজে লাগবে আমার শ্রাদ্ধের সময়।

ভোলার খবরটা রামকে কিছুমাত্র বিচলিত করিল না। সে শ্লেটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, একবার চেপে মজা দেখুক না—জাল ছিঁড়ে তারা বেরিয়ে যাবে।

ভোলা কহিল, না দাঠাকুর, আমাদের জাল নয়। ভগা জেলেদের মোটা জাল চেয়ে এনেছে—সে ছিঁড়বে না!

রাম শ্লেট রাখিয়া বলিল; চল্ ত দেখি।

পুকুর-ধারে আসিয়া দেখিল তাহার কার্ত্তিক গণেশের বিরুদ্ধে সত্যই ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

ভগা ঘাটের কাছে জলে কতকগুলা মুড়ি ভাসাইয়া দিয়া জাল উদ্যত করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে।

রাম আসিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিল, হতভাগা মুড়ি দিয়ে আমার মাছ ডাকচ?

ভগা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বড়বাবু হুকুম দিয়ে গিয়েছেন। অন্য মাছ আর পাওয়া গেল না দাঠাকুর।

রাম তাহার হাত হইতে জাল ছিনাইয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া বলিল, যা, দূর হ!

ভগা জাল তুলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাম ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার শ্লেট-পেন্সিল লইয়া বসিল সে কাহারও উপর রাগ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

দিগম্বরী আজ সকাল সকাল আহ্নিক সারিয়া লইতেছিলেন। নেত্য আসিয়া খবর দিল, মাছ পাওয়া গেল না দিদিমা। ছোটবাবু ভগা বাগ্দীকে মেরে-ধরে হাঁকিয়ে দিয়েছেন। এই মাছ দুইটার উপর দিগম্বরীর লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। বড় রুইমাছের মুড়ার সম্বন্ধে বিধবার মনের ভাব অনুমান করিতে নাই। সুতরাং লোভ তাঁহার নিজের জন্য নয় বটে, কিন্তু নিজের কোন একটা কাজে, স্বহস্তে রাঁধিয়া সদ্ব্রাহ্মণের পাতে দিয়া পুণ্য খ্যাতি অর্জ্জন করিবার বাসনা, অনেক দিন হইতে তিনি মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। কা'ল জামাইয়ের মত লইয়া, অর্থাৎ কার্ত্তিক-গণেশ সম্বন্ধে আভাষ মাত্র না দিয়া জেলেদের মোটা জাল চাহিয়া আনাইয়া, প্রজা ভগা বাগ্দীকে চার আনা বক্‌সিস্ কবুল করিয়া, সমস্ত আয়োজন একরূপ সম্পূর্ণ করিয়াই রাখিয়াছিলেন। আজ সকালেও সে দুইটা প্রাণীকে ঘাটের কাছে ঘুরিতে দেখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হৃষ্ট-চিত্তে জপে বসিয়াছেন। এমন সময় এই দুঃসংবাদ তাঁহাকে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য করিয়া তুলিল। তাঁহার দাঁত কিড় মিড় করা অভ্যাস ছিল। তিনি অকস্মাৎ দাঁতে দাঁত ঘষিয়া, গলার মালাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওরে, কি শত্তুর আমার। করে

ছোঁড়া ম'রবে রে, আমার হাড়ে বাতাস লাগবে। বাসি-মুখে এখনো জল দিইনি ঠাকুর! যদি সত্যের হও, যেন তে-রাত্তির না পোহায়।

কাছে বসিয়া নারায়ণী তরকারী কুটিতেছিলেন। বিদ্যুৎ-বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'মা!' শুনিয়াছি সন্তানের মুখে মাতৃ-সম্বোধনের তুলনা নাই। নারায়ণীর মুখে মাতৃ-সম্বোধনেরও আজ বোধ করি তুলনা ছিল না। ঐ এক অক্ষরের ডাকে দিগম্বরীর বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল। কিন্তু নারায়ণীও আর কিছু বলিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া টপ্-টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষণেক পরে চোখ মুছিয়া যেখানে রাম পড়া তৈরি করিতেছিল সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কঠোর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তুই ভগা বাগ্দীকে মেরে-ধ'রে হাঁকিয়ে দিয়েছিস্?

রাম চমকাইয়া শ্লেট হইতে মুখ তুলিয়া এক মুহূর্ত্ত তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, এবং জবাব দিবার লেশমাত্র চেষ্টা না করিয়া ওদিকের দরজা দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

নারায়ণী ভিতরের কথা জানিতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিয়া ভগা বাগ্দীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাছ ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন।

হুকুম পাইয়া ভগা জাল লইয়া গেল এবং অবিলম্বে এক প্রকাণ্ড রুই ঘাড়ে করিয়া আনিয়া ধড়াস্ করিয়া উঠানের মাঝখানে ফেলিয়া দিল।

নারায়ণী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া মাছ দেখিয়া এখন শিহরিয়া উঠিলেন। শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, ওরে, একে ঘাটে ধরিস্‌নি ত? এ রামের কার্ত্তিক-গণেশ নয় ত?

ভগা এত শীঘ্র এত বড় মাছ আনিতে পারিয়া বাহাদুরী করিয়া বলিল, আজ্ঞে হাঁ, মা-ঠাক্‌রুণ, এ ঘেটো রুই—বড় জবর রুই!

দিগম্বরীকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, ও মা-ঠাক্‌রুণ এনারেই ধ'ত্তে ব'লে দেছ্‌ল।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নৃত্যকালী যদিও রামের উপর খুব সদয় নহে, তবুও মাছ দেখিয়া সে রাগিয়া উঠিল। দিগম্বরীকে বলিল, আচ্ছা দিদিমা, পাড়ার লোকে জানে ছোটবাবুর কার্ত্তিক-গণেশের কথা। তুমি কি ব'লে এ মাছ ধ'র্‌তে ব'লে দিলে? দু তিনটে পুকুরে কি আর মাছ ছিল না? দশটা লোক খাবে, তা একটা আধমণি মাছই বা কি হবে? লুকিয়ে ফেল একে, কোথায় গেছে তিনি, এখনি এসে পড়্‌বে।

দিগম্বরী মুখ ভারী করিয়া বলিলেন, জানি না বাপু অত শত! একটা মাছ ধ'রেচে ত সাত গুষ্টি মিলে কর্‌চে কি দেখ না! একে লুকিয়ে ফেল্‌বি, বামুন খাবে না?

নেত্য বলিল, তোমার বামুন খাবে ছুটো আড়াইটার সময়, ঢের সময় আছে। ছোটবাবু আগে ইস্কুলে যাক্, না হ'লে আজ আর কেউ বাঁচ্‌বে না। ও মা! ভোলা এই দাঁড়িয়েছিল, সে গেল কোথায়? সে বুঝি তবে খবর দিতে ছুটেছে! যা হয় কর মা, আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

ভগা চার আনা পয়সার লোভে জাল চাহিয়া আনিয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া নগদ আদায়ের আশা ছাড়িয়া জাল লইয়া প্রস্থান করিল।

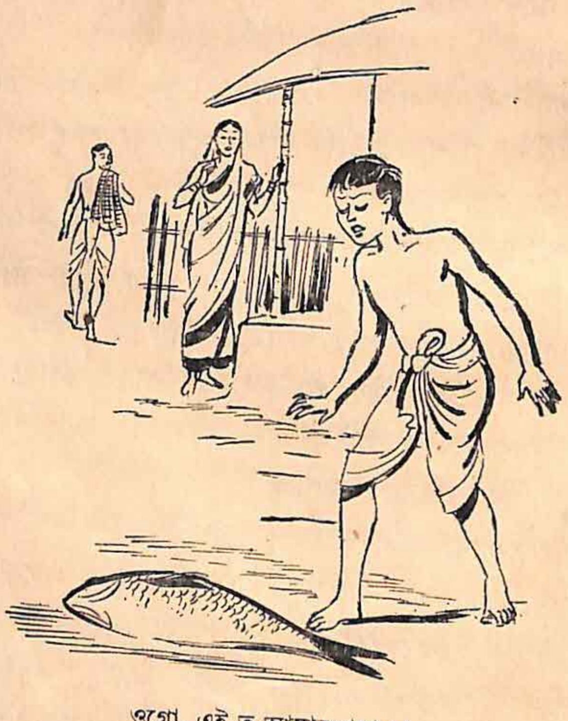
প্রয়োজন হইলে, কখন কোন্ স্থানে রামকে পাওয়া যাইবে, ভোলা তাহা জানিত। সে ছুটিয়া গিয়া বাগানের উত্তর-ধারের পিয়ারাতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম একটা ডালের উপর বসিয়া পা ঝুলাইয়া পিয়ারা চিবাইতেছিল, ভোলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেখ্‌বে এস দা'ঠাকুর ভগা তোমার কেত্তিককে মেরেচে।

রাম চিবানো বন্ধ করিয়া বলিল, যাঃ—

সত্যি দা'ঠাকুর। মা হুকুম দিয়ে ধরিয়েচে, এখনো উঠনে প'ড়ে আছে; দেখ্‌বে চল।

রাম ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িল, এবং ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, এই ত আমার গণেশ! বৌদি, তুমি হুকুম দিয়ে আমার গণেশকে ধরালে!

বলিয়াই মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাটা-ছাগলের মত সে পা ছুঁড়িতে লাগিল। শোকটা যে তাহার কিরূপ সত্য. কিরূপ দুর্দ্দাম, সে বিষয়ে দিগম্বরীরও বোধ করি সংশয় রহিল না।



ওগো, এই ত আমার গণেশ !

তাহাকে খাওয়াইবার জন্য রাত্রে নারায়ণী টানাটানি করিতে লাগিলেন, রাম তাহার হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল,

এবং সমস্ত দিন উপবাসের পর গোটা পাঁচ ছয় ভাত মুখে দিয়া উঠিয়া গেল।

দিগম্বরী আড়ালে দাঁড়াইয়া জামাইকে বলিলেন, তুমি একবার বল, না হ'লে নারায়ণী খাবে না, সে সারাদিন উপোস্ ক'রে আছে।

শ্যামলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, উপোস্ কেন?

দিগম্বরী কান্নার অভাবে কণ্ঠস্বর করুণ করিয়া বলিলেন, আমার একশ ঘাট হয়েছে বাবা! কিন্তু কেমন ক'রে জান্‌ব বল, পুকুর থেকে বামুন-ভোজনের জন্যে একটা মাছ ধরালে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যায়।

শ্যামলাল বুঝিতে না পারিয়া ডাকিলেন, নেত্য, কি হ'য়েচে রে?

নেত্য আড়াল হইতে বলিল, সেটা ছোটবাবুর গণেশ।

শ্যামলাল চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, রেমোর কার্ত্তিক-গণেশের একটা না কি?

নেত্য বলিল, হ্যাঁ।

আর বলিতে হইল না। তিনি আগাগোড়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া বলিলেন, রাম খায়নি বুঝি?

নেত্য বলিল, না।

শ্যামলাল বলিলেন, তবে আর খেতে ব'লে কি হবে? সে খায়নি, ও খাবে কি!

দিগম্বরী বলিতে লাগিলেন, এমন কাণ্ড হবে জান্‌লে বামুন

খাওয়াবার কথাও তুল্‌তুম না বাবা! ও নিজে কেনই বা হুকুম দিয়ে মাছ ধরালে, কেনই বা এমন ক'র্‌চে, তা সে ও-ই জানে। আমি ত চুপ ক'রেই ছিলাম। তবু সব দোষ যেন আমারই। আমাদের না হয় আর কোথাও পাঠিয়ে দাও বাবা, এখানে এক দণ্ডও থাক্‌তে আর ভরসা হয় না।

একটুখানি চুপ করিয়া রীতিমত কান্নার সুরে পুনরায় সুরু করিলেন, কপাল আমার এমন ক'রে যদি না-ই পুড়্‌বে, অমন ভাই বা মর্‌বে কেন, আমাকেই বা লাথি-ঝাঁটা খেয়ে এখানে থাক্‌তে হবে কেন? বাবা, আমরা নিতান্ত নিরুপায়, তাই হাত জোড় ক'রে বল্‌চি, আমাদের একটা কিছু উপায় তোমাকে ক'রে দিতে হবেই।

শ্যামলাল ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু, হাঁ না, কিছুই বলিতে পারিলেন না।

নারায়ণী আড়ালে দাঁড়াইয়া নিজের মায়ের এই নির্লজ্জ ঠকামোয়, লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া রামের রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়া ডাকিলেন, লক্ষ্মী মাণিক আমার! দোরটা একবার খুলে দে।

রাম জাগিয়া ছিল, সাড়া দিল না।

নারায়ণী আবার ডাকিলেন, ওঠ্‌, দোর খোল্‌।

এবারে চেঁচাইয়া বলিল, না খুল্‌ব না, তুমি যাও! তোমরা সবাই আমার শত্তুর।

আচ্ছা তাই, তুই দোর খোল্।

না, না, না,—আমি খুল্‌ব না। সত্যই সে রাত্রে কপাট খুলিল না। শ্যামলাল ঘরের ভিতর হইতে সমস্ত শুনিতে পাইয়াছিলেন, নারায়ণী ঘরে আসিতে বলিলেন, হয় একটা উপায় কর, না হয় যেখানে ইচ্ছে আমি চ'লে যাব। এত হাঙ্গামা আমার বরদাস্ত হয় না!

নারায়ণী নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

তাহার পর দুই তিন দিন কাটিয়া গেলেও যখন রামের রাগ পড়িতে চাহিল না, তখন নারায়ণী ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। আজ সন্ধ্যা হয়, তবুও সে ইস্কুল হইতে ফিরিল না দেখিয়া নারায়ণী উৎকণ্ঠিত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। এমন সময় দিগম্বরী নদী হইতে গা ধুইয়া, সংসারের সংবাদ লইয়া, রামের অমঙ্গল কামনা করিয়া, বড় মেয়ের সৃষ্টিছাড়া মতি-বুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফলাফল প্রতি-বাসিনীদের কাছে ঘোষণা করিয়া, শোকে তাপে অসময়ে অল্প-বয়সে নিজের মাথার চুল পাকাইবার কারণ দর্শাইয়া, নিজেকে বড় মেয়ে নারায়ণীর প্রায় সমবয়সী বলিয়া প্রচার করিয়া, ভাইয়ের সংসারে কিরূপ সর্ব্বময়ী ছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস বলিয়া, ধীরে সুস্থে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক কাণ্ড শুনিয়া তিনি যেন বাতাসে উড়িতে উড়িতে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। উঠানে পা দিয়াই উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তোর গুণধর দেওরের কাণ্ড শুনেছিস্ নারাণি!

নারায়ণী ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়া বলিলেন, কি কাণ্ড ?

দিগম্বরী বলিলেন, থানায় গেছে। যাবেই ত। যে বজ্জাত ছেলে বাবা, এমনটি সাত জন্মে দেখিনি !

তাঁহার মুখে চোখে আহ্লাদ যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। নারায়ণী সে কথার জবাব না দিয়া ডাকিল, নেত্য, রাম এখনো এল না কেন, একবার ভোলাকে পাঠিয়ে দে,—খুঁজে আনুক।

দিগম্বরী বলিলেন, আমি যে শুনে এলুম।

নেত্য শুনিবার আগ্রহে হাঁ করিয়া দাঁড়াইল, নারায়ণী তাড়া দিয়া উঠিলেন, দাঁড়িয়ে থাকলি যে ? কথা কানে গেল না বুঝি !

নেত্য ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল, দিগম্বরী কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ টানিয়া আনিয়া বলিলেন, কি হ'য়েচে জানিস্ নারাণি—

তুমি ভিজে কাপড় ছাড় গে মা, তার পরেই না হয় বলো, বলিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। দিগম্বরী অবাক হইয়া মনে মনে বলিলেন, বাস্ রে। মেয়ের রাগ দেখ। এমন একটা কাণ্ড আনুপূর্ব্বিক বলিতে না পাইয়া তাঁহার পেট ফুলিতে লাগিল।

সে কাণ্ডটা সংক্ষেপে এই—গ্রামের স্কুলে জমিদারের এক ছেলে পড়িত। আজ টিফিনের সময় তাহার সহিত রামের তর্ক বাধিল। বিষয়টা জটিল, তাই মীমাংসা না হইয়া মারামারি হইয়া গেল। জমিদারের ছেলে বলিয়াছিল, শাস্ত্রে লেখা আছে, শ্মশানকালী রক্ষাকালীর চেয়ে অধিক জাগ্রত। কেন না, শ্মশানকালীর জিভ বড়।

রাম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, শ্মশানকালীর জিভ একটু চওড়া বটে ; কিন্তু অত বড়ও নয়, অমন রাঙাও নয়। কিছুদিন পূর্ব্বে পাড়ায় চাঁদা করিয়া রক্ষাকালীর পূজা হইয়া গিয়াছিল, সে স্মৃতি রামের মনে উজ্জ্বল ছিল। জমিদারের ছেলে রামের



বিষয়টা জটিল, তাই মীমাংসা না হইয়া মারামারি হইয়া গেল

কথা অস্বীকার করিয়া নিজের করতল তুলিয়া ধরিয়া বলিল, রক্ষাকালীর জিভ ত এতটুকু।

রাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কি, এতটুকু, কখ্খন না। এই

এত বড়। এতটুকু জিভ হ'লে কি কখন পৃথিবী রক্ষা করতে পারে? পৃথিবী রক্ষা করে ব'লেই ত রক্ষাকালী নাম।

তারপর আর দুই একটা কথা, এবং তারপরই ঘুষাঘুষি। জমিদারদের ছেলের গায়ে জোর ছিল কম, সুতরাং মার সেই-ই বেশি খাইল। নাক দিয়া ফোঁটা দুই রক্ত বাহির হইল। এই ক্ষুদ্র স্কুলের জীবনে এত বড় কাণ্ড ইতিপূর্ব্বে ঘটে নাই। যে জমিদারের স্কুল, তাহারই পুত্রের নাকে রক্ত। অতএব হেড্ মাষ্টার নিজে স্কুল বন্ধ করিয়া ছেলেটিকে লইয়া দরবার করিতে ছুটিলেন। বলা বাহুল্য, রামলাল বহু পূর্ব্বেই অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল।

ভোলা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দা'ঠাকুরকে পাওয়া গেল না। অনতিকাল পরে শ্যামলাল মুখ কালি করিয়া বাড়ী আসিলেন। উঠানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, ওগো শুনচ? এ গ্রাম থেকে বাস উঠাতে হ'ল দেখ্‌চি। চাকরি করে দু'পয়সা ঘরে আন্‌ছিলুম, তাও বোধ করি এবার ঘুচ্‌ল। নারায়ণী ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া একটা চৌকাঠে ভর দিয়া শুষ্ক-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁরা থানায় গেছেন না?

শ্যামলাল ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, বাবু শিবতুল্য লোক, তাই মাপ ক'রেচেন, কিন্তু আরো পাঁচজন আছে ত? দিন দিন এক একটা নূতন ফ্যাসাদ তৈরি হ'লে কি ক'রে গ্রামে বাস করি, বল! রাম কই?

নারায়ণী বলিলেন, সে এখনো আসেনি। বোধ করি

ভয়ে পালিয়েছে। শ্যামলাল গম্ভীর হইয়া বলিলেন, পালালেও তার সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই, না পালালেও নেই। সে সংমার ছেলে, লোকে নিন্দা ক'র্‌বে, তাই ত এত দিন কোন মতে সহ্য ক'রেছিলুম, কিন্তু আর নয়। এখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে হবে।

দিগম্বরী রান্না-ঘরের বারান্দা হইতে বলিলেন, নিজের ছেলেটার পানেও ত চাইতে হবে।

শ্যামলাল উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, হবে না, মা, নিশ্চয় হবে। তবে কাল পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে বিষয়-সম্পত্তি আলাদা ক'রে ফেল্‌ব। আর তোমাকেও বলে রাখ্‌লুম, এ নিয়ে ওকে বকা-ঝকা করবার দরকার নেই। ও যা ভাল বোঝে, তাই করে। ভাল বুঝেচে, মনিবের ছেলের গায়ে হাত তুলেচে।

দিগম্বরী মনে মনে পরমানন্দিত হইয়া বলিলেন, নারাণি কেন যে ওকে শাসন ক'র্‌তে যায়—আমার ত দেখে ভয়ে বুক কাঁপে। যে গোঁয়ার ছেলে, ও আমাকেই যখন অপমান করে, তখন ওকে অপমান ক'রে ফেল্‌বে, এ কি বেশি কথা! আমি বলি, শোন! নিজের মান নিজের ঠাঁই—রামের কথায় থেকো না।

শ্যামলাল শ্বশ্রূর এ কথাটায় আর সায় দিতে পারিলেন না, বোধ করি, চক্ষুলজ্জা হইল। বলিলেন, যাই হোক্‌, ওকে শাসন করবার দরকার নেই।

নারায়ণী পাথরের মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া সমস্ত

শুনিলেন, একটা কথারও জবাব দিলেন না। তারপর ধীরে ধীরে নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টা-খানেক পরে নেত্য আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, ছোটবাবু ঘরে এসেছে।

নারায়ণী নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া, রামের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কপাট বন্ধ করিলেন। রাম খাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল, দরজা বন্ধ করার শব্দে চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বৌদিদি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং ঘরের কোণে তাহারই একগাছা পাতলা বেতের ছড়ি ছিল তাহাই তুলিয়া লইতেছেন! সে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া খাটের ওধারে গিয়া দাঁড়াইল। নারায়ণী ডাকিলেন, এদিকে আয়।

রাম হাত জোড় করিয়া বলিল, আর ক'র্ব না বৌদি! এইবারটি ছেড়ে দাও।

নারায়ণী কঠিন হইয়া বলিলেন, এলে কম মার্ব, কিন্তু না এলে এই বেত তোমার পিঠে ভাঙ্‌ব।

রাম তথাপি নড়িল না, সেইখানে দাঁড়াইয়া মিনতি করিতে লাগিল, তিন সত্যি কর্‌ছি বৌদি, আর কোন দিন কর্‌ব না, কান মল্‌ছি বৌদি—

নারায়ণী খাটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সপাৎ করিয়া এক ঘা বেত তাহার ঘাড়ের উপর বসাইয়া দিলেন; তাহার পর বেতের উপর বেত পড়িতে লাগিল। প্রথমটা সে ওদিকের দোর খুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, তারপর ঘরময় ছুটাছুটি

করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল, শেষে পায়ের তলায় পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল। নেত্য পেছনে আসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল, কাঁদিয়া বলিল, মা, ছেড়ে দাও মা, আমি ঘাট মান্‌ছি—

দিগম্বরী খিঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, তুই সব কাজে কথা কইতে আসিস্ কেন বল্ ত?

শ্যামলাল ঘরের ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, কি হ'চ্ছে ও—সারারাত ঠেঙাবে না কি?

নারায়ণী বেত ফেলিয়া বলিলেন, মনে থাকে যেন!

রাম ভাত খাইতে বসিয়াছিল। দিগম্বরী আড়ালে বসিয়া সুর তুলিয়া বলিলেন, অত বড় ছেলেকে অমন ক'রে মারা কেন? ওর বড় ভাই কোন দিন গায়ে হাত তোলে না।

নেত্য কাজ করিতে করিতে বলিল, তুমি কম নও, দিদিমা! তুমিই ত ও-সব কথা মাকে এসে লাগাও।

সে রাত্রে অত মার তাহার মোটেই ভাল লাগে নাই; রাম শুনিয়া চোখ পাকাইয়া বলিল, ডাইনি বুড়ি আমাদের সব খেতে এসেছে!

দিগম্বরী চেঁচাইয়া উঠিলেন, নারাণি, শুনে যা তোর দেওরের কথা।

নারায়ণী স্নান করিতে যাইতেছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া ক্লান্তভাবে বলিলেন, পারিনে মা আর কথা শুনতে; সত্যি ব'লচি নেত্য, মরণ হ'লে আমার হাড় জুড়োয়—আর সহ্য হচ্ছে না। ওরে ও বাঁদর, এখনো তোর পিঠের দাগ মিলোয় নি, এর মধ্যেই সব ভুলে গেলি!

রাম জবাব দিল না, ভাত খাইতে লাগিল। নারায়ণী আর কোন কথা না বলিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। উঠানের উপরেই একটা পিয়ারা গাছ ছিল, ভাত খাইয়া রাম তাহার উপর উঠিল এবং নির্ব্বিচারে কাঁচা-পাকা পিয়ারা চর্ব্বণ করিতে

লাগিল। কোনটার কতকটা খাইল, কোনটার একটু কামড়াইয়াই ফেলিয়া দিল। নিতান্ত কাঁচাগুলো নিরর্থক ছিঁড়িয়া এদিকে ওদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। দেখিয়া দিগম্বরীর গা জ্বালা করিতে লাগিল। নারায়ণী বাড়ীতে নাই, তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, তোমার জন্য ত বাছা, পাকা পিয়ারা দাঁতে কাটবার যো নেই, কাঁচাগুলো নষ্ট ক'রে কি হ'চ্চে ?

রাম কোন দিনই তাঁহার কথা সহিতে পারিত না। বিশেষ এইমাত্র নেত্যর কাছে মার খাইবার কারণ জানিতে পারিয়া রাগে ফুলিতেছিল, গাছের উপর হইতে চেঁচাইয়া বলিল, বেশ ক'র্‌চি—বুড়ি !

এই বিশেষণটা দিগম্বরী সব চেয়ে অপছন্দ করিতেন, মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, বুড়ি ! বেশ ক'চ্চ ! আচ্ছা, আসুক সে ?—যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর হওয়া চাই ত ! কি বেহায়া ছেলে বাবা !—মার খেয়ে পিটের চামড়া উঠে গেল, তবু লজ্জা হ'ল না !

রাম উপর হইতে বলিল, ডাইনি বুড়ি !

ডাইনি বুড়ি ! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা ! পাজি, হতভাগা নাব ব'লচি !

রাম বলিল, নাব্‌ব কেন ? তোমার বাবার গাছ ?

দিগম্বরী ক্ষেপিয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, অ্যা —বাপ তুললি ? শুন্‌লি নেত্য, শুন্‌লি ?

ঠিক এই সময় নারায়ণী ঘাট হইতে আসিয়া পড়িলেন। গাছের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বলিলেন, ভাত খেয়ে ইস্কুলে গেলিনি? গাছে চ'ড়েছিস্ যে!

রাম ভাবিয়া রাখিয়াছিল, গাছের উপর হইতে দূরে বৌদিকে আসিতে দেখিয়াই সে নামিয়া পলাইবে। কিন্তু ঝগড়ায় ব্যস্ত থাকায় পথের দিকে নজর করে নাই। বৌদিদি, একেবারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সে সভয়ে বলিল, পিয়ারা খাচ্চি।

তা ত খাচ্ছিস্—ইস্কুলে গেলিনি?

আমার পেট কাম্‌ড়াচ্চে যে!

নারায়ণী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তাই ভাত খেয়ে উঠে কাঁচা পিয়ারা চিবোচ্চ?

দিগম্বরী মেয়ের গলা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, হতচ্ছাড়া ছোঁড়া আমার বাপ তোলে! বলে, নাব্‌ব কেন—তোর বাপের গাছ?

নারায়ণী চোখ তুলিয়া বলিলেন, বলেছিস্?

রাম চোখ-মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, না বৌদি, বলিনি।

দিগম্বরী চেঁচাইয়া উঠিলেন, বলিসনি হতভাগা! নেত্য সাক্ষী আছে। তারপর মুখ বিকৃত করিয়া, সানুনাসিক স্বর করিয়া বলিতে লাগিলেন, সেদিন যখন বেতের উপর বেত পড়েছিল, তখন—আঁর কঁর্‌ব না বৌঁদি—পাঁয়ে পঁড়ি বৌঁদি—মঁরে গেঁলুম বৌঁদি,—চেপে ধ'র্‌লে চিঁচিঁ কর, আর ছেড়ে দিলে লাফ মার, বদমাইস্!

রাম আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার হাতে একটা বড় কাঁচা পিয়ারা ছিল—ধাঁ করিয়া ছুঁড়িয়া মারিয়া দিল। সেটা দিগম্বরীকে স্পর্শ করিল না, নারায়ণীর ডান ভ্রূর উপরে



তাহার হাতে একটা বড় কাঁচা পিয়ারা ছিল—
ধাঁ করিয়া ছুঁড়িয়া মারিয়া দিল

গিয়া সজোরে আঘাত করিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখিয়া তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। দিগম্বরী ভয়ঙ্কর চেঁচামেচি করিয়া উঠিলেন, নেত্য কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, রাম গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিল।

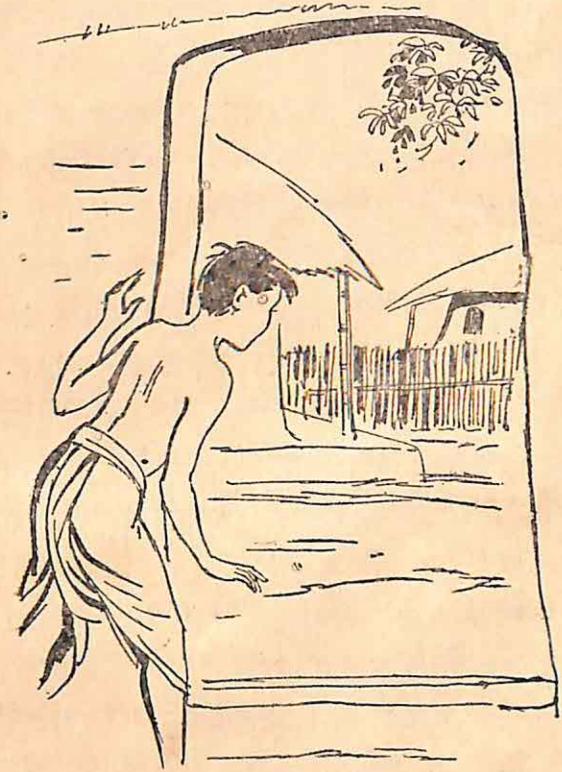
দুপুর বেলা শ্যামলাল স্নানাহার করিতে আসিয়া দেখিলেন বিষম কাণ্ড! নারায়ণী নির্জ্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছেন, তাঁহার ডান চোখ ফুলিয়া ঢাকিয়া গিয়াছে। তাহার উপর ভিজা ন্যাকড়ার পটি বাঁধিয়া নেত্য পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। দিগম্বরী আজ আর আড়ালে গেলেন না, সাম্‌নেই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, রাম মেরে ফেলেচে নারাণিকে।

শ্যামলাল চমকাইয়া উঠিলেন। কাছে আসিয়া আঘাত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, কঠিনভাবে স্ত্রীকে বলিলেন, আজ তোমাকে আমি দিব্যি দিচ্ছি—যদি ওকে খেতে দাও, যদি কোন দিন কথা কও—যদি কোন কথায় থাক সেই দিনে যেন তুমি আমার মাথা খাও।

নারায়ণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, চুপ কর চুপ কর—ও কথা মুখে এনো না।

শ্যামলাল বলিলেন, আমার এত বড় দিব্যি যদি না মান, সেই দিনে যেন তোমাকে আমার মরা মুখ দেখ্‌তে হয়। বলিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে নিজেই চলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন নদীর ধারে ধারে বেড়াইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া, অসম্ভব কল্পনা করিয়া রাম সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া বাড়ী



দেখিল উঠানের মাঝামাঝি ছ্যাচা বাঁশের বেড়া দিয়া
বাড়ীটাকে দুই ভাগ করা হইয়াছে

ঢুকিল। দেখিল উঠানের মাঝামাঝি ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া বাড়ীটাকে দুই ভাগ করা হইয়াছে। নাড়া দিয়া দেখিল,

বেশ শক্ত, ভাঙা যায় না। রান্না-ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, চুপি-চুপি মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সেখানেও ওই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঘরে কেহ নাই, শুধু একরাশ পিতল-কাঁসার বাসন মেজের উপর পড়িয়া আছে। ব্যাপারটা যে কি, তাহা ঠিক না বুঝিতে পারিলেও, সকালবেলার কাণ্ডটার সহিত কেমন করিয়া যেন যোগ রহিয়াছে, তাহা অনুমান করিয়া তাহার বুক শুকাইয়া উঠিল। তখন ফিরিয়া গিয়া সে চুপ করিয়া তাহার নিজের ঘরের মধ্যে বসিয়া বাটির অপর খণ্ডের গতিবিধি শব্দ-সাড়া শুনিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে তাহার যে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল, এখন সে কথাও ভুলিয়া গেল। রাত্রি তখন বোধ হয় নয়টা, সে ঘুরিয়া গিয়া খিড়কীর দরজায় ঘা দিতেই নেত্য কপাট খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাম জিজ্ঞাসা করিল, বৌদি কোথায় নেত্য ?

ঘরে শুয়ে আছেন।

রাম ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, বৌদি খাটের উপর শুইয়া আছেন, এবং নিচে মাদুর পাতিয়া দিগম্বরী ছোট মেয়েকে লইয়া বসিয়া আছেন। গোবিন্দ খেলা করিতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া কাকার হাত ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে বলিয়া দিল, কাকা, তোমার বাড়ী ওদিকে, এদিকে আমাদের বাড়ী। বাবা ব'লেচে, তুমি এ ঘরে ঢুকলে পা ভেঙে দেবে।

রাম খাটের উপর নারায়ণীর পায়ের কাছে গিয়া বসিতেই তিনি পা সরাইয়া লইলেন। রাম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দিগম্বরী তাঁহার ছোট মেয়েকে ঠেস দিয়া বলিলেন, সুরো, বল্ না তোর দাদাবাবু কি ব'লেচে ওকে।

সুরধুনী মুখস্থের মত গড়-গড় করিয়া বলিয়া গেল—দাদাবাবু ব'লেচে, তুমি এখানে এসো না। কা'ল সকালে সব—কি মা ?

দিগম্বরী বলিলেন, বিষয়-সম্পত্তি।

সুরধুনী বলিল, বিষয়-সম্পত্তি কাল ভাগ-বাটরা ক'রে দেবে !

দিগম্বরী বলিলেন, দিব্যি দেবার কথাটা বল্ না—হ্যাকা মেয়ে !

সুরধুনী বলিল, দাদাবাবু দিব্যি দিয়েছেন দিদিকে—খেতেও দেবে না, কথাও বল্‌বে না—বল্‌লে দাদাবাবু—

নারায়ণী বিছানার উপর হইতে ধমক দিয়া উঠিলেন, আচ্ছা হয়েছে হয়েছে, তুই চুপ কর্।

তখন দিগম্বরী বলিলেন, তা সত্যি বাছা ! তুমি মানুষ জনকে আধ-খুন ক'রে ফেল্‌বে—সে দিব্যি না দিয়ে আর করে কি ! আমি ত বাবু, কিছুতে তার দোষ দিতে পারব না—তা যে যাই বলুক ! এ বাড়ীতে তোমার আসা-যাওয়া খাওয়া-দাওয়া আর চলবে না। ওকে সোয়ামীর মাথার দিব্যিটা ত মানতে হবে ?

সুরধুনী বলিল, মা, ভাত দেবে চল না।

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, সবুর কর বাছা।

রাম তখনও বসিয়া আছে ; এমন অবস্থায় ঘরে দোরে আগুন ধরিয়া গেলেও ত তিনি উঠিতে পারেন না। রামের বুকের ভিতর চাপা কান্না মাথা খুঁড়িতে লাগিল, কিন্তু দিগম্বরীর সেই সকালবেলার খোনা কথার ভ্যাংচানি তাহার বুকের উপর পাথর চাপাইয়া পথ আট্‌কাইয়া রাখিল। একবার সে কাঁদিতে পারিল না, একবার বলিতে পারিল না, 'আর ক'রব না বৌদি!' এই একটা কথা অনেক আপদ-বিপদেই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে—আজ তাহাই বলিতে না পাইয়া তাহার দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময়ে নারায়ণী ক্লান্তভাবে বলিলেন, সুরো যেতে বল্ ওকে।

এবার সে কান্না চাপিয়া বলিয়া উঠিল, যেতে বল্ ওকে! আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি! সেই ত কখন খেয়েছি?

নারায়ণী একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, একেবারে খুন ক'রে ফেলতে পারেনি? তা হ'লে দশ হাতে খেতো! আমি জানিনে—যাক্ ও নেত্যর কাছে।

যাব না নেত্যর কাছে। আমি কারো কাছে যাব না—আমি না খেয়ে উপোস ক'রে শুয়ে থাক্‌ব। বলিতে বলিতে রাম হুম্ হুম্ করিয়া পা ফেলিয়া বাড়ী ঘর কাঁপাইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইল। নেত্য কিছু খাবার আনিয়া বলিল, ছোট বাবু ওঠ, খাও।

রাম লাফাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, দূর হ, পোড়ারমুখী—দূর হ!

নেত্য খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল, রাম থালা-গেলাস ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠানের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সকালবেলা শ্যামলাল কাজে চলিয়া যাইবার পরে, রাম নিজের উঠানে পায়চারি করিতে করিতে গর্জ্জাইতে লাগিল—আমি দিব্যি মানিনে! ওঃ ভারি দিব্যি! ও কে যে দিব্যি দেয়? ও কি আমার আপনার দাদা? ও কেউ নয়, ওর কথা আমি মানিনে। আমি কি ওকে মেরেচি! বুড়ী ডাইনিকে মেরেছি! ও ত শুধু বৌদিকে লেগেছে, তবে ওরা কেন দিব্যি দিতে আসে।

এ সকল কথার কেহই জবাব দিল না। খানিক পরে সে সুর বদলাইয়া বলিতে লাগিল—বেশ ত! ভালই ত! না-ই কথা কইলে, না-ই খেতে দিলে। আমি মজা ক'রে রাঁধব—ভাত, ডাল, ভাল ভাল তরকারি, মাছ—একলা বেশ পেট ভ'রে খাব। আমার কি হবে?

এ কথারও কেহ জবাব দিল না। তখন সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া খন্-খন্ ঝন্-ঝন্ শব্দে থালা, ঘটি, বাটি নাড়িয়া-চাড়িয়া কাজ করিতে লাগিল। হাঁক-ডাক করিয়া ভোলাকে চাল ডাল ধুইয়া আনিতে, তরকারি কুটিতে আদেশ দিল। সমস্ত নেত্য রান্নাঘরে রাখিয়া গিয়াছিল। ভোলাকে হুকুম করিল, তুই আমার চাকর, ও বাড়ী যাসনে। ও বাড়ীর কেউ যদি এদিকে আসে তার পা ভেঙে দিবি—বুঝলি ভোলা, নেত্য আসুক একবার এদিকে।

নারায়ণী রান্নাঘরের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। দিগম্বরী কৌতূহলী হইয়া মাঝে মাঝে বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিলেন। খানিক পরে বড় মেয়ের কাছে উঠিয়া আসিয়া হাসি চাপিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা, বাছার কি বুদ্ধি! উনি আবার ভাল ভাল তরকারি রেঁধে খাবেন। একটা পেতলের হাঁড়িতে প্রায় এক কাঠা চাল গলায় গলায় তুলে দিয়ে রান্না চড়িয়েচে—তাতে জল দিয়েচে এক ফোঁটা। একজন খাবে ত, রাঁধচে দশজনের৵ তাই বা সেদ্ধ হবে কি ক'রে? পুড়ে আঙ্‌রা উঠ্‌বে যে! ঐ হাঁড়িতে কি অত চাল ধরে, না, ঐটুকু জলের কর্ম্ম! আবার রাঁধিয়ে বলে দেমাক আছে! রাঁধি বটে আমরা, কিন্তু দেমাক ক'ত্তে জানিনে! ভাত রাঁধব, তা, এমন জল দেব, আর দেখতে হবে না—চোখ বুজে সেদ্ধ হবে। কই রাঁধুক দিকি আমার সঙ্গে। লোক খেয়ে কারটা ভাল বলে দেখি।

নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

নেত্য কাছে ছিল, সে বলিল, দিদিমার এক কথা। ও কি কোন দিন এক ঘটি জল গড়িয়ে খেয়েছে, যে আজ রেঁধে খাবে?

সে অনেক দিনের দাসী, এসব ব্যাপার তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

মায়ের দেখাদেখি সুরধুনীও মাঝে মাঝে গিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল। ঘণ্টা-খানেক পরে ছুটিয়া আসিয়া দিদির

হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল—ও দিদি, দেখবে এস, রামদাদা—মা গো! একেবারে কাঁচা ভাতগুলো শুধু খাচ্চে। কিচ্ছু নেই দিদি—একেবারে শুধু ভাত। আচ্ছা দিদি, কাঁচা ভাতে পেট কাম্‌ড়াবে না?

নারায়ণী তাহার হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া গিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। সে কত বড় দুঃখ, কত বড় ক্ষুধার তাড়নে এইগুলা খাইতে বসিয়াছে, সে কথা তাঁহার অগোচর রহিল না!

দুপুর-বেলা শ্যামলালের খাওয়া হইয়া গেল, দিগম্বরী ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, যা পারিস, দুটি খেয়ে নে নারাণি! ওর তাড়সে জ্বরের মত হয়েছে—ওতে খাওয়া চলে। আমি বল্‌চি, ক্ষেতি হবে না।

নারায়ণী মোটা চাদরটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ভাল করিয়া শুইয়া বলিলেন, আমাকে বিরক্ত ক'রো না মা, তোমরা খাও গে।

দিগম্বরী বলিলেন, ভাত না খাস্, দুখানা রুটি ক'রে দি—না হয়—

নারায়ণী কহিলেন, না, কিচ্ছু না।

দিগম্বরী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, ও আবার কি কথা, কাল থেকে উপোস ক'রে আছিস্, আজ দুটি না খেলে হবে কেন?

নারায়ণী জবাব দিলেন না। নেত্য আসিয়া বলিল, তুমি মিথ্যে ব'কে মর্‌চ দিদিমা! ঐখানে দাঁড়িয়ে এক বেলা

চেঁচালেও ওঁকে খাওয়াতে পারবে না। জ্বর হয়েচে, একটু ঘুমোতে দাও।

দিগম্বরী চলিয়া গেলেন, বলিতে বলিতে গেলেন, জানি নে বাপু, নাগ্‌লে-টাগ্‌লে একটু জ্বরভাব হয়, তাই ব'লে কি মানুষ উপোস ক'রে পড়ে থাকে? আমরা ত পারি নে।

বৈকালে নারায়ণী আবার রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন এবং যতবার নেত্যর চোখে চোখে হইল ততবারই কি বলিতে গিয়া চাপিয়া গেলেন।

রাম স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া দোকান হইতে মুড়ি মুড়কি কিনিয়া আনিল। খাইতে খাইতে গলা বড় করিয়া বলিল, কি আর ক্ষেতি হ'ল আমার? ভাত খেয়ে ইস্কুলে গেলুম, আবার ফিরে এসে কেমন খাচ্চি।

বেড়ার ওদিকে সকলেই রহিয়াছে, তাহা সে বুঝিল, কিন্তু সকালের মত এখনও কেহ জবাব দেয় না দেখিয়া সে আরও অস্থির হইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল, এই দিকটা আমার সীমানা। কোন দিন নেত্য কি কেউ যদি আমার সীমানায় আসে, তখন পা ভেঙে দেব।

এই পা ভাঙার ভয় যে ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছিল, সেবারেও যেমন ফল হয় নাই, এবারও হইল না। কেহ ভয় পাইয়াছে কি না বোঝা গেল না। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া আবার চেঁচামেচি করিতে লাগিল, আমার কাঠ কই, আমি রাঁধব কি দিয়ে? আমার শিল-নোড়া কই, আমি

বাট্‌না বাট্‌ব কিসে? ও-ঘর হইতে নেত্য বলিল, মা বলচেন, কাল শিল-নোড়া কিনে দেবেন।

না, আমি কেনা শিল-নোড়া চাই নে। বলিয়া সে কাঁদিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কেন আমার গণেশকে ধরলে? কেন আমাকে খোনা খোনা ক'রে বুড়ী ভেঙালে, বেশ ক'রেছি গাল দিয়েচি—ও ম'রে আর জন্মে পেত্নী হবে।

দিগম্বরী চোখ কট্‌মট্‌ করিয়া বলিলেন, শুন্‌লি নারাণি, শুনলি। এ সমস্ত পায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া করা নয়?

নারায়ণী চুপ করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া ছিলেন, সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

৫

পরদিন সকাল হইতেই রামের কথাবার্ত্তা বদ্‌লাইয়া গেল। সম্পূর্ণ দুইটা দিন কাটিয়া গিয়াছে, বৌদিদি ডাকে নাই, বকে নাই, খাইতে দেয় নাই, এ রকম সে তাহার জ্ঞানে দেখে নাই। আজ সে বাস্তবিক ভয় পাইয়াছিল। প্রথমটা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া সে নানারূপ উল্টাপাল্টা জবাবদিহি করিল। একবার বলিল, বেড়াল মারিতে পিয়ারা ছুঁড়িয়াছিল; একবার বলিল, হাত ফস্‌কাইয়া পড়িয়া গিয়া বৌদিদির কপালে লাগিয়াছিল; একবার বলিল, কাঁচা পিয়ারা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিল; তারপর একবার বলিল, কাহাকেও সে গাল দেয় নাই; একবার বলিল, গোবিন্দকে দিয়াছিল; একবার বলিল, ভোলাকে দিয়াছিল। কিন্তু কোন কৈফিয়তেই কাজ হইল না। ও-ঘরের কেহ জবাব দিল না, 'হাঁ না' একটা কথাও বলিল না। একবার বহু কষ্টে লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া 'আর কোন দিন করব না' বলিয়া ফেলিয়াও যখন হইল না, তখন সে চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কি উপায়ে কি দিয়া কেমন করিয়া সে বৌদিদিকে প্রসন্ন করিবে? বৌদিদি তাহাকে আলাদা করিয়া দিয়াছে, তবে কোথায় সে যাইবে? কাহার কাছে কেমন করিয়া সে থাকিবে? কোন দিকেই আজ সে কূল-কিনারা দেখিতে পাইল না। আজ সে রাঁধিবার চেষ্টাও করিল না, পড়িতেও গেল না, ঘরে গিয়া শুইয়া রহিল।

গোপনে কাঁদিয়া কাঁদিয়াই বোধ করি, গত রাত্রে নারায়ণীর জ্বর আসিয়াছিল। দুপুর-বেলা দিগম্বরী এক বাটি দুধ আনিয়া বলিলেন, খেতেই হবে। না খেয়ে কি মর্‌বি? নারায়ণী প্রতিবাদ না করিয়া দুধের বাটী হাতে লইয়া কতকটা খাইয়া বাটীটা নামাইয়া রাখিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাঁহার 'না, না' করিয়া কথা কাটাকাটি করিতে ঘৃণা বোধ হইল।

রাত্রি যখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন নেত্য আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, ছোটবাবুর ত' কোন সাড়া-শব্দ পাই নে—রাত ত ঢের হ'ল?

নারায়ণী উদ্বেগে উঠিয়া বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, লক্ষ্মী মা আমার দেখে আয় সে ঘরে আছে কি না।

নেত্যর চোখ ভিজিয়া উঠিল। হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার যেতে সাহস হয় না মা! বলিয়া বাহিরে গিয়া ভোলাকে ডাকিয়া আনিল। ভোলা সংবাদ দিল—দাঠাকুর ঘরে আছে, ঘুমুচ্ছে।

নারায়ণী নিঃশব্দে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রভাত না হইতেই তিনি স্নান করিয়া আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন।

রান্না যখন প্রায় অর্দ্ধেক অগ্রসর হইয়াছে, তখন দিগম্বরী গাত্রোত্থান করিয়া ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কর্কশ-স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তোর না জ্বর নারাণি? তুই না

তিন দিন খাস্ নি ? ভোর-বেলা উঠে চান ক'রে এসে এ সব কি হ'চ্চে, জিজ্ঞেস করি ?

নারায়ণী স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, রাঁধচি, দেখতে ত পাচ্চ।

তা ত পাচ্চি, কিন্তু কেন ? কেন শুনি ? তুই কি আমার হাতে খাবি নি ?

নারায়ণী জবাব দিলেন না, কাজ করিতে লাগিলেন।

কাল সমস্ত দিন ধরিয়া রাম এই কথা ভাবিতেছিল— বৌদিদির না জানি কত লাগিয়াছে ! একটা কাঁচা পিয়ারা লইয়া বার বার কপালের উপর ঠুকিয়া সে আঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া, শেষে ভাবিতে বসিয়াছিল, কি করিলে এই কুকর্ম্মটা মুছিয়া ফেলিতে পারা যায়। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল, কিছুদিন পূর্ব্বে বৌদি তাহাকে এইস্থানে থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শেষে স্থির করিল, সে আর কোথাও গেলে, বৌদি খুসী হইবে। তাহার মামার বাড়ী তারকেশ্বরের ওদিকে, অথচ কোথায়, সে ঠিক জানে না। সেইখানে গিয়া খুঁজিয়া লইবে, সঙ্কল্প করিয়া সে একটি ছোট পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া প্রভাতের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী রান্না শেষ করিয়া একখানি থালায় সমস্ত দ্রব্য পরিপাটি করিয়া সাজাইতেছিলেন। দ্বারের কাছে ভোলা আসিয়া ডাকিল, মা !

নারায়ণী ফিরিয়া ভোলাকে দেখিয়া বলিলেন, কি রে ভোলা ?

এ কয়টা দিন সে বাহিরে গরুর সেবা করিত বটে, কিন্তু রামের ভয়ে ভিতরে আসিত না। ভোলা আস্তে আস্তে বলিল, চুপি চুপি একটা কথা আছে মা।

নারায়ণী কাছে আসিতেই ভোলা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, তুমি যা বলেছিলে মা, তাই হয়, যদি হুটি টাকা দাও।

নারায়ণী বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, কি হয় রে ? কাকে টাকা দিতে হবে ?

ভোলা একটুখানি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি দাঠাকুরকে চ'লে যেতে ব'লেছিলে না ! তিনি যেতে রাজী আছেন— আচ্ছা, হুটো না দাও একটি টাকা দাও !

নারায়ণী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কোথায় যেতে রাজী আছে রে ? কোথায় সে ?

ভোলা বলিল, বাইরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাবার থানের ওদিকে কোথায় তেনার মামার বাড়ী আছে যে !

যা ভোলা, শীগ্ গির ডেকে আন্—বল্ আমি ডাক্‌চি।

ভোলা ছুটিয়া চলিয়া গেল, নারায়ণী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনতিকাল পরে রাম একটি ছোট পুঁটুলি হাতে লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই, নারায়ণী নিঃশব্দে তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেলেন।

দূর হইতে দিগম্বরী রামকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেখিয়া

আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সাজানো থালার সুমুখে নারায়ণীর কোলের উপর বসিয়া রাম তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া আছে, এবং তাহার মাথার উপর, পিঠের উপর, আর একজনের অশ্রু বৃষ্টিধারার মত ঝরিয়া পড়িতেছে; অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, ওঃ—তাই এত রান্না? খাওয়ান হবে বুঝি? আমার জামাই যে এত বড় দিব্যিটা দিলেন, সেটা ভেসে গেল বুঝি?



বাইরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, ভেসে যাবে কেন মা, তাঁর কথা আমি অমান্য করি নি, তিন দিন খাই নি, খেতেও দিই নি।

দিগম্বরী তীক্ষ্ণভাবে বলিলেন, এই বুঝি অমান্য করিস্ নি,

তবে এ কি হ'চ্চে? যে দিব্যি দিয়েচে, তার বুঝি হুকুমটাও নিতে হবে না?

নারায়ণী কি যেন একটা কঠিন আঘাত সহ্য করিয়া লইয়া সংক্ষেপে বলিলেন, আমার হুকুম নেওয়া হ'য়েছে।

দিগম্বরী বিশ্বাস করিলেন না। অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি কচি খুকী নই নারাণি! হুকুম নিলি আর আমি জানতেও পারলুম না?

এবার নারায়ণীর আর সহ্য হইল না। তিনিও কঠিন হইয়া বলিলেন, তুমি কি জানবে মা, কার কাছে কখন আমি হুকুম পেয়েচি? মা, যার মুখ আছে, সেই দিব্যি দিতে পারে, কিন্তু— বলিয়া তিনি গভীর স্নেহে রামের লজ্জিত মুখ জোর করিয়া বুকের ভিতর হইতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া বলিলেন, কিন্তু যাকে বুকে ক'রে এতটুকুকে বড় ক'রে তুলতে হয়, সে-ই জানে হুকুম কোথা দিয়ে কেমন ক'রে আসে। তোমাকে ভাবতে হবে না; এখন একটু সামনে থেকে যাও, দুটো খাইয়ে দিই। এ আমার তিন দিন অনাহারে আছে। বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের জল আবার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দিগম্বরী একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, এখানে তবে আর আমার কি ক'রে থাকা হবে? এ বাড়ীতে আর থাকতে পারব না তা তোকে আজ স্পষ্ট বল্লুম।

নারায়ণী বলিলেন, আমিও এই কথাটাই তোমাকে মুখ ফুটে

বল্‌তে পারছিলুম না মা, সত্যি তোমার এখানে থাকা হবে না। তোমার চোখে চোখে আমার এত বড় ছেলে যেন আধখান হ'য়ে গেছে। ও দুষ্ট হোক যা হোক, আমার বাড়ীতে আমার চোখের সামনে ওকে শাস্তি দিতে আমি কাউকে দেব না। আজ তুমি থাক, কাল কিন্তু বাড়ী যেয়ো! তোমার খরচ-পত্র আমি সমস্ত পাঠিয়ে দেব, কিন্তু এখানে তোমার আর থাকা হবে না।

দিগম্বরী কাঠ হইয়া গিয়া কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রাম বুকের ভিতর হইতে আস্তে আস্তে বলিল, না বৌদি, উনি থাকুন, আমি ভাল হয়েছি, আমার সুমতি হয়েছে—আর একটি বার তুমি দেখ।

নারায়ণী আর একবার তাহার মুখ ফিরিয়া ললাটে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া চোখের জলের ভিতর দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই এখন ভাত খা।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬